POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 42
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ১৯ই অক্টোবর, 2017 28 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদা তা'লা হাজার হাজার এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করিলেন যাহাদের হৃদয়কে তিনি আমার ভালবাসায় পূর্ণ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ আমার জন্য প্রাণ দিয়া দিল। কেহ কেহ আমার জন্য আর্থিক বিপর্যয় বরণ করিল। আমার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং দুঃখ কষ্ট দেওয়া হইল। হাজার হাজার এইরূপ ব্যক্তি আছে যাহারা নিজেদের প্রয়োজনের উপর আমাকে অগ্রাধিকার দিয়া তাহাদের প্রিয় ধন-সম্পদ আমার নিকট পেশ করিতেছে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৭১নং নিদর্শন: সৈয়্যদ হামেদ শাহ্ সাহেব সিয়ালকোটি লেখেন, হাফেয সুলতান সিয়ালকোটি হুযুরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিল। এ সেই ব্যক্তি ছিল, যে স্থির করিয়াছিল সিয়ালকোটে তাঁহার বাহন অতিক্রম করার সময় সে তাঁহার উপর ছাই ফেলিবে। অবশেষে সে ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৯০৬ সালে ধ্বংস হইল। অনুরূপভাবে সিয়ালকোট শহরে এই কথা সকলে অবগত আছে যে, হাকিম মোহাম্মদ শফী বয়াত করার পর ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিল। সে মাদ্রাসাতুল কুরআনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। সে এবং তাঁহার গৃহের নয় অথবা দশজন ব্যক্তিও প্লেগে ধ্বংস হয়। সে তাঁহার [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর] ঘোর বিরোধী ছিল। এই হতভাগা স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিল না এবং সিয়ালকোটের লোহারা মহল্লার লোকদের সহিত জোট বাঁধিল, যাহারা আমার শত্রু ও ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিল। অবশেষে সে-ও প্লেগের শিকার হইল এবং একের পর এক তাহার স্ত্রী, তাহার মাতা, তাহার ভ্রাতা সকলে প্লেগে মারা গেল। তাহারা যে মাদ্রাসা লোকদের সাহায্যে চলিত তাহাও ধ্বংস হইয়া গেল।

অনুরূপভাবে মির্যা সরদার বেগ সিয়ালকোটীও ভয়ংকর প্লেগের শিকার হইয়া ধ্বংস হইল। সে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সব সময় হাসি-বিদ্রুপ করাই তাহার কাজ ছিল। সব কথাতেই তাহার টিটকারী ও ঔদ্ধত্য ছিল। একদিন সে ঔদ্ধত্যসহকারে আহমদীয়া জামাতের এক ব্যক্তিকে বলিল, কেন তোমরা প্লেগ প্লেগ কর? আমি তো কেবল তখনই বুঝিব যখন আমার প্লেগ হইবে। অতএব ইহার দুই দিন পর সে প্লেগে মরিয়া গেল।

৭২ নং নিদর্শন: কোন কোন কঠোর বিরুদ্ধবাদী, যাহারা মোবাহালা হিসাবে 'লানাতুল্লাহি আলাল কাযেবিন' (অর্থ: মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত-অনুবাদক) বলিয়াছিল, তাহারা খোদা তা'লার শাস্তিতে নিপতিত হইয়া মরিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৌলবী রশীদ আহমদ গঙ্গোহী প্রথমে অন্ধ হইল এবং অতঃপর সর্প দংশনে মরিয়া গেল। কেহ কেহ পাগল হইয়া মরিয়া গেল। উদাহরণস্বরূপব, মৌলবী শাহ্ দীন লুধিয়ানভী, মৌলবী আব্দুল আযীয, মৌলবী মোহাম্মদ এবং মৌলবী আব্দুল্লাহ্ লুধিয়ানবীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা প্রথম সারির বিরুদ্ধবাদী ছিল। তিন জনেই মরিয়া গেল। অনুরূপভাবে লখুকে নিবাসী আব্দুর রহমান মহিউদ্দীন 'মিথ্যাবাদীর উপর খোদার তা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে'- ইলহামের পর মরিয়া গেল।

৭৩ নিদর্শন: অনুরূপভাবে মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবাহালা করিয়া এবং নিজের পুস্তকে দোয়া করিল যে, যে মিথ্যাবাদী খোদা তাহাকে ধ্বংস করুন। এই দোয়ার কয়েক দিন পরে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া গেল। যদি তাহারা বুঝিত তবে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের জন্য এইগুলি কত বড়ই না নিদর্শন ছিল!

৭৪ নং নিদর্শন: অনুরূপবাবে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন ভীঁওয়ালা আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিল। এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিতভাবে আমার পুস্তক মোহাহেবুর রহমানে লিখিয়াছি।

৭৫ নং নিদর্শন: আমি আমার পুস্তক নুরুল হকের ৩৫ নং হইতে ৩৮ নং পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছি যে, খোদা আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন রমযান মাসে যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইয়াছে তাহা আগমণকারী শাস্তির এক পূর্বাহ্ন (সতর্কীকরণ) । বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দেশে এইভাবে প্লেগ ছড়াইয়াছে যে, এ পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।

৭৬ নং নিদর্শন: বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার সম্পর্কে খোদা তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে 'আলকাইতু আলাইকা মাহাব্বাতাম মিন্নী ওয়া লাতুসনাআ আলা আইনী'- অর্থাৎ খোদা তা'লা বলেন, আমি তোমার ভালবাসা লোকদের হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দিব এবং আমি আমার চোখের সামনে তোমাকে লালন করিব। ইহা ঐ সময়ের কথা যখন এক ব্যক্তিও আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিত না। অতঃপর দীর্ঘকাল পর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং খোদা তা'লা হাজার হাজার এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করিলেন যাহাদের হৃদয়কে তিনি আমার ভালবাসায় পূর্ণ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ আমার জন্য প্রাণ দিয়া দিল। কেহ কেহ আমার জন্য আর্থিক বিপর্যয় বরণ করিল। আমার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং দুঃখ কষ্ট দেওয়া হইল। হাজার হাজার এইরূপ ব্যক্তি আছে যাহারা নিজেদের প্রয়োজনের উপর আমাকে অগ্রাধিকার দিয়া তাহাদের প্রিয় ধন-সম্পদ আমার নিকট পেশ করিতেছে। আমি দেখিতেছি যে, তাহাদের হৃদয় আমার ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এইরূপ অনেক ব্যক্তি আছে যদি আমি তাহাদিগকে তাহাদের সম্পূর্ণ কোরবানী করিয়া রিক্তহস্ত হইয়া যাওয়ার জন্য বলি বা আমার জন্য তাহাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে বলি, তবে তাহারা প্রস্তুত আছে। যখন আমি স্বীয় জামাতের অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই তখন আমাকে অবলীলাক্রমে বলিতে হয়, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন। তুমিই এই সকল হৃদয়কে এইরূপ বিপদাচ্ছন্ন যুগে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছ এবং তাহাদিগকে দৃঢ়চিত্ততা দান করিয়াছ। ইহা তোমার কুদরতের মহান নিদর্শন।

টীকা: আমি আমার লেখা এই পর্যন্ত পৌছিয়াছি এবং এই বাক্যটি ঠিক এই সময়ে এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির চিঠি আসিল, যে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এই চিঠি ঠিক এই বাক্য লেখার সময় আসিয়াছে, সেহেতু, ইহা সম্পর্কে লেখা সমীচীন। ইহা নিম্নরূপ: আমার বড়ই আকাঙ্খা কেয়ামতের দিন হুযুরের ছত্রছায়ায় বরকতপূর্ণ জামাতে শামেল হই, যেমনটি এখন আছি। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মেরাজের প্রকৃত ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন
ওয়াকেফে জিন্দেগী, বাংলাদেশ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় মহানবী (সা.) মেরাজ নিয়ে কম বেশি লেখালেখি হয়েই থাকে, বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এ বিষয়টি নিয়ে মৌলভীরা খুব বেশি হৈচৈ করতে দেখা যায়। গত গয়েক মাস আগে বাংলাদেশে মেরাজ নিয়ে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা বিশেষ পাতা প্রকাশ করে। আমার দেখা মতে একটি দৈনিক বাদে সবগুলো দৈনিকেই মহানবী (সা.)-এর মেরাজকে দৈহিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন দৈনিক ইত্তেফাকে উল্লেখ করা হয়েছে "প্রিয়নবী (সা.)-এর নিমিষে 'মসজিদুল হারাম' থেকে 'মসজিদুল আকসা' হয়ে উর্ধ্বাকাশে স্বশরীরে জাগ্রতাবস্থায় ভ্রমণ, মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ, স্বাক্ষাৎ ও সংলাপকে মেরাজ বলে"। দৈনিক প্রথম আলোয় লেখা হয়েছে "মিরাজ তথা নূরের চলন্ত সিঁড়িযোগে উর্ধ্বলোকে আরোহন, সপ্তাকাশ পরিভ্রমণ, সৃষ্টিজগতের রহস্য অবলোকন, জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন ও আল্লাহর দরবারে মহামিলন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুজিজা। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে শবে মিরাজ যার স্থান সর্ব শীর্ষে"। দৈনিক কালের কণ্ঠে লেখা হয়েছে "মেরাজ মানে উর্ধ্বারোহণ। কিন্তু এই উর্ধ্বারোহণ কোন সাধারণ উর্ধ্বেরোহণ নয়, আকাশে কিংবা চাঁদে যাওয়া নয়, মঙ্গল গ্রহে যাওয়াও নয়। এটি হলো এমন উর্ধ্বারোহণ, যেখানে আরশে আজিম অর্থাৎ আল্লাহপাকের আরশ কুরছি ও লওহে মাহফুজ রয়েছে। ঠিক সেখানেই রাসুলে পাক (সা.)-এর গমন। এটি সত্যি বিস্ময়কর একটি ঘটনা শুধু ইতিহাসের জন্য নয়, বিজ্ঞানের জন্যও। যখন বিমান কিংবা রকেটের আবিষ্কার হয়নি, তখন একজন মানু ষ যন্ত্রবিহীন অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে সাত আসমান ভেদ করে 'সর্বশেষ ফটক' বা ছিদরাতুল মুনতাহা ভেদ করে স্বয়ং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া এবং সেখানে অবস্থান করে পৃথিবীর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার সব নিদর্শ ন দেখে ও নির্দে শনামা নিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসা এক অকল্পনীয় বিস্ময়"।

একমাত্র জাতীয় দৈনিক যুগান্ত র পত্রিকায় মহানবী (সা.)-এর মেরাজকে আধ্যাত্মিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দৈনিকটিকে 'মিরাজ রজনীর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ' শিরোনামে লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক এতে প্রমাণ করেছেন যে, রসূল করীম (সা.)-এর মেরাজ দৈহিক ছিলো না বরং তা ছিল আধ্যাত্মিক। যুগান্তরের একই পাতায় মেরাজ সম্পর্কে দু'জন লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়। দু'জন লেখকই মেরাজকে আধ্যাত্মিক বলে উল্লে খ করেন। আর এটাই সত্য এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ মহানবী (সা.)-এর মেরাজ ছিল আধ্যাত্মিক। এই মেরাজকে যদি আমরা দৈহিক মনে করি, তাহলে নাউযুবিল্লাহ কুরআন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কারণ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে যে, রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে আকাশে আরোহণ করা সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষই ছিলেন।

মেরাজের যে ঘটনা তা নবু ওয়তের পঞ্চম বা ৬ষ্ঠ বছরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে ঘটেছিল। এই সময় তাঁর যে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ঘটে, তাতে দিব্যদর্শনে আধ্যাত্মিকভাবে বহু উর্ধ্ব-লোকে উপনীত হয়ে তিনি আল্লাহর জ্যোতিসমূহের বিকাশ প্রত্যক্ষ করেন। অপরদিকে মহান আল্লাহ্‌র জ্যোতিমালাও তাঁর প্রিয় রসূল (সা.) এর দিকে অবতরণ করে। এভাবেই একদিকে আল্লাহর রসূল (সা.)

আল্লাহর দিকে অগ্রসর হন, অপর দিকে আল্লাহ্‌ও অগ্রসর হন তাঁর প্রিয় রসূলের (সা.) এর দিকে। মানুষের পক্ষে যতটা আধ্যাত্মিকউন্নতি অর্জন করা সম্ভব, তার সবটাই ঘটেছিলো তাঁর রসূলের (সা.)।

মহান আল্লাহর শক্তি ও মহিমার জ্যোতি: যতটা মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব, তার সবটাই দেখেছিলেন আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় এই রসূল (সা.)। এই মহামানবকে (সা.) যত বেশী করে আঁকড়ে ধরা যাবে, যতবেশী গভীরে যাওয়া যাবে তাঁর শিক্ষার, ততই বেশী করে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যাবে, পাপ থেকে ততই বেশী মুক্তি পাওয়া যাবে । পবিত্র কুরআনের সূ রা নযমে উল্লেখিত মেরাজের ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কে যতই আমরা জ্ঞান অর্জ ন করবে, ততই বুঝা সম্ভব হবে এই দিব্যদর্শনের মাহাত্ম্য।

নবুওয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বছরে হযরতের (সা.) প্রিয়তম পত্নী হযরত খদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর কাবাগৃহের নিকটবর্তী তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর বাসভবনে অবস্থানকালে একরাতে দিব্যদর্শনে (কাশ্‌ফে) তিনি আধ্যাত্মিকভাবে জেরুযালেমে অবস্থিত 'আল আকসা মসজিদ' গমন করেন। সেখানেই তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাত লাভ করেন। এটি ইস্‌রা নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী জামানায় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত নবীগণ আল্ আকসা মসজিদে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবীর (সা.) পেছনে নামায পড়েন। এরপর তিনি আবার মক্কায় ফিরে আসেন। সূরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ্ এ ঘটনার বর্ণ না করেছেন। মেরাজ এবং ইস্‌রা দু'টি ভিন্ন সময়ের ঘটনা। মেরাজ এবং ইস্‌রা দু'টিই আধ্যাত্মিক ভ্রমণ। দু'টিই ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ঘটনা অথচ লোকেরা অজ্ঞতার বশে দু'টি ঘটনাকে একত্রে বেঁধে দিয়ে প্রচার করছে। মহানবী (সা.)-এর এ ভ্রমণ মোটেও দৈহিকভাবে ঘটেনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেমে গিয়ে দুনিয়ার সব নবীর জামা'তে ইমামতি করা দৈহিকভাবে সম্ভব নয়। মেরাজ ও ইস্‌ রার ঘটনা দৈহিকভাবে ঘটেনি, এটি একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়।

মেরাজের বর্ণনা সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) নিজে বলেছেন, "একদা আমি কা'বার 'হাতিম' অংশে সটান হয়ে শুয়েছিলাম। ...হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে এলেন। তিনি আমার (বুক) এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন।...এ ঘটনার বর্ণ না প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন যে তিনি তাঁর পাশে বসা (জনৈক সাহাবী) জারুদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত' এর অর্থ কি? তিনি (তার ব্যাখ্যা দিয়ে) বলেন, হলকুমের নীচ থেকে নাভী পর্যন্ত। অতঃপর তিনি (আগন্তুক) আমার হৃৎপিন্ডটি বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটা থালা আমার আছে আনা হলো, অতঃপর আমার হৃৎপিন্ডটাকে ধৌত করা হলো। তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বে র জায়গায় রাখা হলো। অতঃপর আকারে খচ্চরের চাইতে ছোট ও গাধার চাইতে বড় একটি শুভ্র জানোয়ার (বাহন) আমার সামনে হাজির করা হলো। তখন জারুদ (রা.) আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা! (আনাসের ডাক নাম) ওটাই কি বুরাক ছিল? আনাস (রা.) বললেন, হাঁ তার দৃষ্টি যতদূর যেত, সেখানে সে পা রাখতো। অর্থ াৎ তারপথ অতিক্রমের গতিবেগ ছিল দৃষ্টি-শক্তির গতিবেগের সমান। নবী (সা.) বললেন, অতঃপর আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো।

তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে (উর্ধ্বলোকে) যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এ কে? জিবরাঈল বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার সঙ্গে আর কে?" তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তাঁর আগমন কতই না উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে পৌঁছলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম (আ.)কে। বলা হলো, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার পুত্রও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতেবললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'এ কে?' তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার সঙ্গে আর কে?' তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুণরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)-কে। বলা হলো, আপনি তাদেরকে সালাম করুন। আমি তখন সালাম করলাম। তঁ ারা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন ঃআমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ সঙ্গে কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় বলা হলো, তাক কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। ভেতরে প্রবেশ করে আমি সেখানে ইউসুফ (আ.)কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হলেন ইউসুফ (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন,

এরপর সাতের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পশ্চিমা প্রেস ও মিডিয়া প্রশ্ন করে থাকে যে, তোমরা ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষার কথা বলে থাক কিন্তু মুসলামানদের অধিকাংশ লোক একথা বলে না আর তারা তোমাদের মুসলমানও মনে করে না। তাদের অধিকাংশই তোমাদের মুসলমান মনে করে না আর আহমদীদের সংখ্যাও অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অনেক কম। এমতাবস্থায় আহমদীরা কীভাবে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা মেনে চলার দাবি করতে পারে? জার্মানির সাম্প্রতিক সফরেও আমাকে এ প্রশ্নই করা হয়েছে আর তারা এও বলে যে, অন্য মুসলমানদেরকে তোমরা কীভাবে এ শিক্ষার অনুরাগী করে তুলতে পারবে যদি তোমরা বলে থাক, এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা?

আমাদের উত্তর সর্বদা এটিই হয়ে থাকে যে, আমরা ইসলামের যে শিক্ষার কথা বলি সেটিকে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত করে দেখাই। আমরা যা কিছু বলি তা কোন ফাঁকা বুলি নয়। অন্যদেরকে প্রভাবিত করার জন্য বা কেবল তাদের আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমরা বলি না, ইসলামের শিক্ষা কোনক্রমেই উগ্রবাদের শিক্ষা নয় কিংবা ইদানীংকালের অবস্থা দেখে আমরা এই অবস্থান গ্রহণ করি নি। আমরা প্রমাণ করি যে, ইসলামী শিক্ষা বরাবরই হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার প্রদানের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

যতদূর এ প্রশ্ন রয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানকে আমরা কীভাবে এ শিক্ষার অনুসরণ করাব? এর উত্তর হল, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মুসলমানদের এমন বিকৃত অবস্থার যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর আগমনের কথা ছিল আর মুসলমাদের সংশোধন এবং বাকি জগৎকেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছানোর কথা ছিল। অতএব, মহানবী (সা.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা এমন সময় প্রেরণ করেছেন যখন এরূপ অবস্থা বিরাজ করছিল। আর তিনি এসে আমাদেরকে ইসলামের এবং কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করেছেন এবং ইসলামের প্রতিটি নির্দেশের হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা আহমদী মুসলমান, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মান্য করেছি, তারা সে নীতি অনুসরণ করেই ইসলামের শিক্ষাকে বাকি মুসলমান এবং অমুসলিমদের কাছেও প্রচার করে যাচ্ছি। আমাদের কাজ হল, তবলীগ তথা প্রচার প্রচারণা করা আর এটি আমরা করে যাচ্ছি আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও করতে থাকব।

তোমরা জানতে চাও– অন্য মুসলামাদের এ শিক্ষা অনুসারে কীভাবে তোমরা পরিচালিত করবে? এর উত্তর হল, আহমদীয়া জামা'ত এখন কোটি কোটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, এদের অধিকাংশই মুসলমানদের অন্যান ফির্কা থেকেই এসে যুক্ত হয়েছে, যারা এই বাণী উপলব্ধি করে আর মানুষের মাঝে যখনই প্রকৃত শিক্ষা সুস্পষ্ট হচ্ছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির বিষয়টি জানাজানি হচ্ছে আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করছে তখন মুসলমানদের মধ্যে থেকেই অধিক সংখ্যক লোক আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং একইভাবে অন্যান্য ধর্মের মানুষও আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। এই সংখ্যালঘুই একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ্। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আর এর নিদর্শন আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জামা'তে শামিল হয়, তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের মাধ্যে থেকে আসে। আমাদের কাছে উপায় উপকরণ এবং মুবাল্লেগীন অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ ফলাফল সৃষ্টি করেন বরং এদের অনেকে এমন আছেন যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব, অনেক লোক স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তে আহমদীয়ার পরিচয় পেয়েছেন এবং তাঁর সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর কোন কারণবশতঃ তাদের সেই স্বপ্ন পুনরায় স্মরণে এসেছে তখন বয়আতও করে নেন।

অনেকে আগে থেকে পরিচিত থাকেন আর পরে ইস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার পথ-নির্দেশনা লাভ করে জামা'তভুক্ত হন। আমাদের মুবাল্লেগ, মুয়াল্লেম বা দায়াইয়ানে ইলাল্লাহ্ ছাড়াও আমাদের রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকে তবলীগ শুনেন। সেই বাণী শুনার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেন। অনেকে এমন আছেন, যারা জামা'তের বিরোধিতা এবং বিরোধীদের পরিণতি দেখে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। অনেককে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়েছেন।

মাননীয় মঞ্জুর আহমদ সাহেব দরবেশ সাহেবর স্ত্রী মাননীয়া খুরশেদ রোকাই সাহেবার মৃত্যু সংবাদ, মরহূমার প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৮ তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পশ্চিমা প্রেস ও মিডিয়া প্রশ্ন করে থাকে যে, তোমরা ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষার কথা বলে থাক কিন্তু মুসলামানদের অধিকাংশ লোক একথা বলে না আর তারা তোমাদের মুসলমানও মনে করে না। তাদের অধিকাংশই তোমাদের মুসলমান মনে করে না আর আহমদীদের সংখ্যাও অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অনেক কম। এমতাবস্থায় আহমদীরা কীভাবে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা মেনে চলার দাবি করতে পারে? জার্মানির সাম্প্রতিক সফরেও আমাকে এ প্রশ্নই করা হয়েছে আর তারা এও বলে যে, অন্য মুসলমানদেরকে তোমরা কীভাবে এ শিক্ষার অনুরাগী করে তুলতে পারবে যদি তোমরা বলে থাক, এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা?

আমাদের উত্তর সর্বদা এটিই হয়ে থাকে যে, আমরা ইসলামের যে শিক্ষার কথা বলি সেটিকে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত করে দেখাই। আমরা যা কিছু বলি তা কোন ফাঁকা বুলি নয়। অন্যদেরকে প্রভাবিত করার জন্য বা কেবল তাদের আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমরা বলি না, ইসলামের শিক্ষা কোনক্রমেই উগ্রবাদের শিক্ষা নয় কিংবা ইদানীংকালের অবস্থা দেখে আমরা এই অবস্থান গ্রহণ করি নি। আমরা প্রমাণ করি যে, ইসলামী শিক্ষা বরাবরই হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার প্রদানের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

যতদূর এ প্রশ্ন রয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানকে আমরা কীভাবে এ শিক্ষার অনুসরণ করাব? এর উত্তর হল, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে

মুসলমানদের এমন বিকৃত অবস্থার যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর আগমনের কথা ছিল আর মুসলমাদের সংশোধন এবং বাকি জগৎকেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছানোর কথা ছিল। অতএব, মহানবী (সা.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা এমন সময় প্রেরণ করেছেন যখন এরূপ অবস্থা বিরাজ করছিল। আর তিনি এসে আমাদেরকে ইসলামের এবং কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করেছেন এবং ইসলামের প্রতিটি নির্দেশের হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা আহমদী মুসলমান, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মান্য করেছি, তারা সে নীতি অনুসরণ করেই ইসলামের শিক্ষাকে বাকি মুসলমান এবং অমুসলিমদের কাছেও প্রচার করে যাচ্ছি। আমাদের কাজ হল, তবলীগ তথা প্রচার প্রচারণা করা আর এটি আমরা করে যাচ্ছি আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও করতে থাকব।ঐশী জামা'ত এবং নবীগণের জামা'ত আকস্মিকভাবে উন্নতি করে না বা বিস্তৃতি লাভ করে না বরং ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে এবং বৃদ্ধি পায়।

আমরা তাদেরকে এ কথাই বলি যে, তোমরা জানতে চাও– অন্য মুসলামাদের এ শিক্ষা অনুসারে কীভাবে তোমরা পরিচালিত করবে? এর উত্তর হল, আহমদীয়া জামা'ত এখন কোটি কোটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, এদের অধিকাংশই মুসলমানদের অন্যান ফির্কা থেকেই এসে যুক্ত হয়েছে, যারা এই বাণী উপলব্ধি করে আর মানুষের মাঝে যখনই প্রকৃত শিক্ষা সুস্পষ্ট হচ্ছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির বিষয়টি জানাজানি হচ্ছে আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করছে তখন মুসলমানদের মধ্যে থেকেই অধিক সংখ্যক লোক আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং একইভাবে অন্যান্য ধর্মের মানুষও আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। এই সংখ্যালঘুই একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ্। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আর এর নিদর্শন আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জামা'তে শামিল হয়, তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের মাধ্যে থেকে আসে। আমাদের কাছে উপায় উপকরণ এবং মুবাল্লেগীন অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ ফলাফল সৃষ্টি করেন বরং এদের অনেকে এমন আছেন যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব, অনেক লোক স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তে আহমদীয়ার পরিচয় পেয়েছেন এবং তাঁর সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর কোন কারণবশতঃ তাদের সেই স্বপ্ন পুনরায় স্মরণে এসেছে তখন বয়আতও করে নেন। অনেকে আগে থেকে পরিচিত থাকেন আর পরে ইস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার পথ-নির্দেশনা লাভ করে জামা'তভুক্ত হন। আমাদের মুবাল্লেগ, মুয়াল্লেম বা দায়াইয়ানে ইলাল্লাহ্ ছাড়াও আমাদের রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকে তবলীগ শুনেন। সেই বাণী শুনার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেন। অনেকে এমন আছেন, যারা জামা'তের বিরোধিতা এবং বিরোধীদের পরিণতি দেখে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। অনেককে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়েছেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেও বলেন, 'আমি তোমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করব এবং বৃদ্ধি করব' অথচ ১৮৮৩ সনে যখন রীতিমত কোন জামা'তও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি বরং তিনি দাবিও করেন নি এবং অনেক কম লোক তাঁকে চিনত তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'কাতাবাল্লাহু লা আগলেবান্না আনা ওয়া রুসুলি' অর্থাৎ– খোদা তা'লা নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলই বিজয় লাভ করব, সেই সময় তো তাঁর মসীহ্ বা মাহদী হওয়ার কোন দাবিও ছিল না। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'লা মুবাদ্দেলা লেকালেমাতিহি' অর্থাৎ– এমন কেউই নেই যে আল্লাহ্র কথা পরিবর্তন করতে পারে।

তাঁর জামা'তের বৃদ্ধি পাওয়া ও উন্নতি সাধন করা সংক্রান্ত আরো অনেক এলহাম রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আমি তোমাকে উন্নতি দান করব এবং তোমার প্রিয়দের জামা'তকে বৃদ্ধি করব।' অতএব, আজ সেই একক ব্যক্তির জামাত সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে এবং প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ জামা'তভুক্ত হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তাদের জন্য পথ সুগম করেন এবং জামাতের প্রবেশকারী এই সকল লোকদের পথ প্রদর্শন করেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি

স্বপ্ন দেখে আহমদী হওয়া ব্যক্তিদের কিছু ঘটনা রয়েছে।

কাযান থেকে আমাদের জামা'তের মুবাল্লেগ লিখেন, সন সফী লাওয়ায়েফ সাহেবের সাথে তবলীগ শুরু হয় এবং তার সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে আর কিছুকাল পর তিনি বয়আত করে নেন। তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন যে, আমি সিরিয়া অঞ্চলে অবস্থান করছি আর সেখানে দুটি দল পরস্পর যুদ্ধকরছে। তাদের এই যুদ্ধ চলাকালে তৃতীয় আরেকটি দল এসে ওই দুই দলকে বুঝাতে গিয়ে বলে, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করে যুলুম করছ, এখন এ যুদ্ধ বন্ধ কর এবং পরস্পরের সাথে সন্ধি করে নাও। আর তখন তারা তৃতীয় পক্ষের কথামত যুদ্ধ বন্ধ করে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়। এই দৃশ্য দেখে এই রাশিয়ান বন্ধু বলেন, আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে, তৃতীয় এ জামা'তটি কোন জামা'ত, যে এ দুই দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করালো? আমাকে বলা হয়, এরা জামা'তে আহমদীয়ার সদস্য। তিনি বলেন, একইভাবে আরেকটি স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখিয়েছেন যে, বর্ষাকাল চলছে এবং ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এমন সময় আমার কাছে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আহমদীয়াতই সঠিক ধর্মবিশ্বাস। তিনি বলেন, এই স্বপ্নগুলো দেখার পর আমি বয়আত করে নিই।

ফ্রান্সের এক ভদ্র মহিলা মালেকা সাহেবা, নিজের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, আমার পুরো পরিবারে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল। আর এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ সময়ই আমাদের বাড়িতে আলোচনা হত যে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে পথ নিদের্শনা দান করেছেন এবং সে জামা'তভু ক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি এসব কথা শুনতে থাকতাম কিন্তু নিজে কোন কথা বলতাম না। তিনি বলেন, একদিন আমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করলাম যে, হে খোদা! তুমি আমাকেও বলে দাও, আহমদীয়াত সঠিক পথ নাকি ভুল। তিনি বলেন, এরপর পরপর তিন রাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তিনটি স্বপ্ন দেখান। প্রথম স্বপ্নে দেখান, যেন কিয়ামত সংঘঠিত হয়েছে এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজমান কিন্তু আমার যেসব ভাইবোন আহমদী তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে পুরোপুরি মুক্ত, বরং তারা অত্যন্ত আনন্দিত। আমি চিৎকার করে ডাকাডাকি করছি যে, অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর কিন্তু তারা মোটেও বিচলিত নয়, বরং তারা বলছে যে, আমরা জামা'তে আহমদীয়ার সভায় যাব। স্বপ্নের মাঝেই আমি ভীত অবস্থায় তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাই। আরেকটি স্বপ্নে আমি দেখি, আমার যে বোন আগেই আহমদী হয়েছিল সে আমাকে বলছে– নামায পড়, এটিই একমাত্র পথ। তৃতীয় রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, আমি আমার ভাইবোনদের সাথে বসে আছি এবং আমি অনুভব করলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে কিছু লিখে দিয়েছেন। অতএব, এসব স্বপ্ন দেখার পর আমার বক্ষ উন্মোচিত হয় এবং আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব স্বপ্ন জামা'তের সত্যতার কথাই প্রকাশ করছে। এরপর আমি বয়আত করে নিই আর এখন পুরো পরিবার আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

আব্দুল আযীয তারাওয়ারে সাহেব, তিনি আইভোরিকোষ্টের শিপু নামক এক গ্রামে সেবা করার তৌফিক লাভ করছেন। তিনি বলেন, ওয়ামারা তারাওয়ারে সাহেব নামে এক পৌঢ় একদিন স্বপ্নে দেখে যে, তাদের গ্রামে কিছু আরব ব্যক্তি এসেছে। স্বপ্নেই কিছু লোক তাদের আসার ব্যাপারে একথা বলা শুরু করে যে, এরা আসল আরব নয়, এদের কাছ থেকে দূরে থাক। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে স্বপ্নেই আমার কাছে আওয়াজ আসে যে, তুমি যদি খোদা তা'লাকে পেতে চাও তবে এদের মাধ্যমে তুমি খোদা তা'লাকে পেতে পার। তিনি বলেন, আহমদীদের মুবাল্লেগ আমাদের গ্রামে আসেন, তখন কিছু লোক বলতে থাকে যে, এরা মুসলমান নয়। তার জানা ছিল যে, এ ব্যক্তি আহমদী মুবাল্লেগ। তারা বলে যে, এরা তো মুসলমানই নয় আর এদের কাছে থেকে যেন দূরে থাকা হয়, এটি আমাদের মৌলভীদের ফতোয়া। এরফলে তার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে আর এর কয়েকদিন পরই তিনি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হন। আইভোরিকোষ্টের জলসা সালানাতেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেখানে অংশগ্রহণ করেন।

কঙ্গো ব্রাসভেলা থেকে বশীর সাকলা সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার ২০১৪ সালে জলসা সালানায় অংশগ্রহনের সুযোগ পাই। (সেখানকার স্থানীয় জলসায়)। সেখানে আমি জানতে পারি, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন আর এখন তিনি আর আকাশ থেকে জীবিত অবতীর্ণ হবেন না। আর একথাও জানতে পারি যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং ইসলাম শুধু নামেমাত্র থাকবে। আর তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসবেন এবং তাঁর জামা'তই শুধু হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তিনি বলেন, এরপর আমি জামা'তে

আহমদীয়ার বইপুস্তক পড়া শুরু করি, যা থেকে আমি আহমদীয়ার সত্যতা জানার সুযোগ লাভ করি। এই সময়েই এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি আমাকে সাদা ও গোলাপি রংয়ের সুন্দর পোশাক দিয়েছে। এরপর রমযান মাসে আমি একটি স্বপ্ন দেখি যে, আমি একটি অত্যন্ত উন্নত বাসে সফর করছি। এ স্বপ্নের পর আমি আশ্বস্ত হই যে, বাস যেহেতু সফরের মাধ্যম তাই আমি যে পথে যাচ্ছি তা খুবই উন্নত পথ। অতএব, এ স্বপ্ন দেখার পর আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করে নিই।

কিরঘিজস্তান জামা'তের নওমোবা ইশলান রামিল সাহেব তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক মুসলমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুবাদে ইসলাম আমার জন্য কোন নতুন ধর্ম ছিল না, কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমি কখনোই চিন্তা করি নি। আমি যেখানে কাজ করি সেখানে কিরগিস্তান জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে যখন আলোচনা করি তখন তার কথায় আমি ধীরে ধীরে ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হতে শুরু করি। আর আমি জানতে পারি যে, বর্তমান যুগের মুসলমানরা সত্যিকার ইসলামের অনুসরণ করছে না। তার সাথে কথা বলে আমি আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে থাকি যা পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিসমূহ, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত, নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আমার বিভিন্ন খুতবার আলোকে ছিল তিনি বলেন, সেগুলো আমি দেখা আরম্ভ করি।এভাবে আমি প্রথমবার কুরআন শরীফ পড়া শুরু করি। তিনি বলেন, এরপর একদিন আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত করি। সেদিনই আমি স্বপ্নে দেখি, আমার পিতার বন্ধু আমাকে একদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, সেখানে একটি নির্দশন রয়েছে কিন্তু এ নিদর্শন সম্পর্কে তুমি কাউকে অবহিত করবে না। কেননা, সন্ত্রাসীরা এসে তাহলে সেই নিদর্শন ধ্বংস করে দিবে। অতএব, আমি সেখানে গিয়ে সেই নিদর্শনটি দেখি। সেটি একটি বিশাল বাগান ছিল তাতে প্রজাপতির মত বিভিন্ন জিনিস উড়ে বেড়াচ্ছিল আমি চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার এই নিদর্শনকে আমরা কীভাবে লুকিয়ে রাখতে পারি? তিনি বলেন, ইতিমধ্যে স্বপ্নে আমি পাখির মত উড়তে আরম্ভ করি আর আমি উড়ে আমার পিতার বন্ধুদের বাড়ি গেলে আমি তাদেরকে চা পান করতে দেখি, কিন্তু তারা আমাকে দেখে একটি পাখি মনে করেন। কিন্তু আমি তাদের উদ্দেশ্যে তিনবার আল্লাহু আকবার বললে বিস্ময়াভিভূত হয়ে ওঠে যে, এ পাখি কীভাবে কথা বলতে পারে! তিনি বলেন– অতএব, আমি আকাশের দিকে উড়ে যাই, এরপর আকাশের দিকে উড়তে উড়তে আমি পাখি থেকে এক ফেরেশতায় পরিণত হই। এরপর আমি আমি পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, সবাই মারা গেছে, কেউ জীবিত নেই। তিনি বলেন, এরপর আমি স্বপ্নেই নিজ ঘরের দিকে উড়ে আসি এবং ঘরে প্রবেশ করার সময় আমি জেগে উঠি। এই স্বপ্নের পর আমি অনুভব করি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেছেন অতএব এরপর আমি বয়াত গ্রহণ করি এবং জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হই।

মিশরের হামদী মহম্মদ আব্দুল হাদী সাহেব বলেন আহমদিয়াত সম্পর্কে জানার বহুকাল পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি আমি এক নির্জন পথ দিয়ে নিরুদ্দেশ গন্তব্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছি। এমন সময় একজন পুণ্যবান ব্যক্তি এসে আমাকে সেই পথ থেকে সরিয়ে অপর এক রাস্তায় নিয়ে যান। আশ্চর্যের বিষয় হলো আমি সানন্দে এবং বিনা প্রতিবাদে সেই পথ ধরে চলতে থাকি যে পথে সেই পুণ্যবান ব্যক্তি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হলো তার এই সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের দরুন আমি অনুভব করি যে, সে আমার কোন অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করে শুভ পরিণতি এবং অশেষ কল্যাণের দিকে নিয়ে এসেছে। এই পথধরে রাস্তায় চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর আমি একটি উঁচু জায়গায়এসে আমার পূর্বের রাস্তার দিকে তাকালে দেখতে পাই সেখানে এক অত্যাচারী ব্যক্তি জোরপূর্বক মানুষকে দিয়ে কষ্টের কাজ করাচ্ছে। তখন আমি চিন্তা করি যে, যদি সেই পুণ্যবান ব্যক্তি আমাকে সেই পথ থেকে সরিয়ে না দিত তবে আমিও অন্যান্য মানুষের মত অনুরূপ অত্যাচারের শিকারে পরিণত হতাম। স্বপ্নেই আমার ধারণা জন্মে যে,এই পুণ্যবান ব্যক্তি হয়তো খোদার নবী মূসা (আ.)। তিনি বলেন এ স্বপ্ন দেখার পর দীর্ঘ সময় পর যখন জামাতে আহমদীয়ার সাথে আমার পরিচিতি ঘটে তখন বুঝতে পারি যে রাস্তায় আমি অগ্রসরমান ছিলাম সেটি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল। যে ব্যক্তি আমাকে সেই রাস্তা থেকে সরিয়ে নতুন রাস্তার দিকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হযরত মাসীহ মওউদ (আ.) আর সেই রাস্তা হলো আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম।

এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করলাম যার কোনোটি পূর্বের সোভিয়েত সংঘের কাজাকিস্তান প্রদেশের ঘটনা ছিল, কোনটি বা ইউরোপের কোন দেশ থেকে, কোনটি পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কোনটি মধ্য আফ্রিকা থেকে আবার কোনটি আরব দেশ থেকে যাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির লোকেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে একইভাবে পথ প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই পথ-প্রদর্শন কে করছে? নিশ্চতভাবে খোদা তা'লাই তাদের পথ প্রদর্শন করছেন যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলেছিলেন যে, আমি তোমার নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং তোমার প্রিয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি করব।

এরপর মরক্কো থেকে শুকুর আহমদ নামে এক আহমদী নিজের আহমদী হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের সাথে পরিচিতির প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন আমি নিয়মিত লেকামায়াল আরব দেখতাম তখন আমি স্বপ্নে দেখি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাহাড়ের চূড়ার দিকে যাওয়া একটি রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছেন আর তিনি সাদা রং-এর পাকিস্তানি পোশাক পরে আছেন। তিনি বলেন, আমি হুযূরের পিছনে পিছনে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যাই। সেখানে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ার পিছনে আমরা একটি উজ্জল আলোর রশ্মী দেখতে পাই যা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে আর এমন মনে হচ্ছিল যেন তা ফযরের সময়েল শুভ্রতা। তিনি বলেন, আমি কিছুটা সন্ত্রস্ত হই আর আমার পায়ের গতি মন্থর হয়ে যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমার এই ভয়কে অনুভক করে পিছন ফিরে তাকালে তাঁর নূরানী চেহারা দেখে আমার উপর এক অদ্ভূত অবস্থা বিরাজমান হয় আর আমি বলি যে, না জানি এ পাহাড়ের অপর প্রান্তে কী রয়েছে যা থেকে এমন আলো বের হচ্ছে! তিনি হাসি মুখে বলেন, আমার পিছনে পিছনে আসতে থাক আর কোন ভয় করো না। তিনি 'আলহামদো লিল্লাহ্ ' বলেন। ভয় ও বিপদ সত্ত্বেও আমি স্বপ্ন অনুসারে লেকামায়াল আরব দেখতে দেখতে হুযূরকে অনুসরণ করতে থাকি এমনকি আহমদীয়াত গ্রহণের স্তরে পৌঁছে যাই। তিনি বলেন, এমনিতে তো আমি

আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানার সাথে সাথেই বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম আর এম. টি. এ.-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশগ্রহণ করে বয়আতের বাক্যাবলী পাঠ করেছিলাম কিন্তু আমার হৃদয় আশ্বস্ত ছিল না। কেননা, বয়আতের বাক্যাবলী ইংরেজীতে ছিল যা আমি বুঝতে পারি নি। আর এভাবে বয়আত আমি প্রশান্তি লাভ করি নি। যদিও আমার নিকট আসল বয়আত হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যতার উপর ঈমান আনা এবং বয়আতের শর্তাবলীর উপর আমল করার চেষ্টা করা। আর আমি সেই প্রচেষ্টতেই ছিলাম। এরপর যখন জামা'তের সাথে যোগাযোগ হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা আমার স্ত্রীকেও সত্য গ্রহণের তৌফিক দান করেন। এরপর আমরা উভয়ে ২০১০ সালে রীতিমত বয়আত ফরম পুরণ করে বয়আত গ্রহণ করি।

এরপর আলজেরিয়ার এক বন্ধু ড. হেজাজ করীম সাহেব (তিনি সেখানকার আমেলার মেম্বার এবং জেনারেল সেক্রেটারীও) নিজ বয়আতের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন খোদার পথে বন্দীও থেকেছেন কিছু দিন পূর্বে। এখনও কিছুটা কঠোরতার মাঝে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার কষ্ট দূর করুন। তিনি বলেন যে, আমি ইসলামের বিকৃত শিক্ষা এবং কুরআন শরীফের ভ্রান্ত স তফসির পড়ে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আলেমদের তফসির শুনে আমি ভাবতাম এটিই কী খোদা তা'লার বাণী হতে পারে? এমন কী আর্দানের এক আহমদী বন্ধুর মাধ্যমে আহমদীয়াত এবং এর প্রতিষ্ঠাতার লেখনীর সাথে পরিচয় হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসির পড়ার পূর্বে নফল পড়ে দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন সঠিক পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। যতই আমি পড়তে থাকি আমার হৃদয় উন্মুক্ত হতে থাকে এবং এই বাণীর প্রভাবে আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং এই বিশ্বাস জন্মে যে এটি কোন মানুষের কথা নয় বরং এটি ঐশী ওহী। কিন্তু বয়আতের সিদ্ধান্তের পূর্বে ইস্তেখারা করি, তখন আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার বন্ধুদের সাথে রাতে কোন শহর অতিক্রম করছি এবং এক নূর আমাদের সাথে চলছে। ইতিমধ্যে ফোনের আওয়াজ হয়, তখন দেখি যে, এতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ফোন নম্বর দেখা যাচ্ছে। সেই সময় আমি সিদ্ধান্ত করি যে, তাঁকে ঘুরিয়ে ফোন করব, যদি উত্তর না দেন তবে তিনি সত্য নবী অনথ্যায় নন। জানি না কেন স্বপ্নের মাঝেই কেন আমার মনে হয় যে নবীরা ফোনের উত্তর দেন না। অতএব আমি ফোন করি, দীর্ঘক্ষণ ফোন বাজার পরেও তিনি ফোন ধরেন নি, এরপর তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সহিত আমার সামনে দণ্ডায়মান হন। আমি কুরআনের আয়াত এবং আউযুবিল্লাহ পড়া আরম্ভ করি। যেন কোথাও শয়তান আমার কাছে মাহদীর বিষয়টিকে সন্দেহ পূর্ণ না করে দেয়, এরপর আমি ভয়ের কারণে জেগে উঠি। এটি ফযরের নামাযের সময় ছিল, আমার বিশ্বাস জন্মে যে এটি সত্য স্বপ্ন, এরপর আমি বয়আত করে নিই।

মানুষের জন্য কিভাবে নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং তা তাদের বয়আত করার কারণ হয় সে বিষয়ে একটি ঘটনা সেনেগালের মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব

লিখেন: তিনি বলেন যে, সেনেগালের মাসওয়ান অঞ্চলের তিনটি গ্রামে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়। এসব গ্রামে আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে সেখানকার বিরোধী মৌলভী এবং প্রধান মিলে জামা'তের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কুরআন শরীফের তেলাওয়াত করে মাটিতে হাত দিয়ে আঘাত করে বলতো (তারা সবাই মুসলমান ছিল) আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত এবং এর মুবাল্লেগকে ধ্বংস করে দিন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যা করেছেন তাহল কিছু দিন পরেই তাদের সবচেয়ে বড় ইমামকে সাপ দংশন করে। এরপরে সব ইমাম একত্রিত হয় এবং পুনরায় দোয়া করে যে, তাদের ইমাম যেন রক্ষা পায় কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় ইমাম যে ছিল সে রক্তবমি করে এবং মৃত্যু বরণ করে। এর কিছুদিন পর সেই চীফ বা প্রধানকেও সাপ দংশন করে যে জামা'তের বিরুদ্ধে বদ্ দোয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার জন্যও মৌলভীরা দোয়া করে কিন্তু তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এটি দেখে মানুষের মাঝে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা নিজেরাই বলতে শুরু করে যে, আহমদী এবং আহমদী মুবাল্লেগের বিরুদ্ধে বদ দোয়ার কারণেই এসব হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীরা বলে যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা করছেন না বরং জীনেরা সাপ ছেড়ে রেখেছে যে, মানুষকে দংশন করছে। তিনি বলেন, এর কিছু দিন পরে উপপ্রধানকেও সাপ দংশন করে আর একইভাবে মৃত্যুবরণ করে। এরপর মানুষ আমাদের মুবাল্লেগের কাছে আসে কিন্তু আমাদের মুবাল্লেগের জানা ছিল না যে, এভাবে তারা জামা'তের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছে কিন্তু গ্রামবাসীরা নিজেরাই এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে এবং বলে যে, আমাদেরকে রক্ষা কর, আমাদের বদ দোয়া আমাদের ওপরই আপতিত হয়েছে। আমাদের জন্য কিছু কর। অতএব, মুবাল্লেগ সাহেব তাদের গ্রামে যান এবং তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত করেন যে, খোদা তা'লা শত্রুদের বদ দোয়া তাদের বিরুদ্ধেই আপতিত করবেন এবং জামাতকে উন্নতি দান করবে। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই তিন গ্রাম থেকে সাতশ মানুষ বয়আত করে আহমদীয়াতের ক্রোড়ে স্থান নিয়েছে। বিরোধিরা নিজেরাও অনেক সময় সৎ প্রকৃতির মানুষের জন্য সত্যপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বুরকিনাফাসোর বুরোমো অঞ্চল থেকে মোয়াল্লেম সিলসিলাহ লিখেন যে, পউরা নামে আমাদের একটি জামা'তে, এক ওয়াহাবি ইমাম সাহেবের ছেলে এক তবলীগি বৈঠকে অংশ নেয় সেখানে সে দেখে যে পিএচডি ডিগ্রিধারী এক অআহমদী মৌলভী সে দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অসম্মান করে কথা বলছে। এ কথার গভীর প্রভাব তার ওপর পড়ে। আর সে জামাত সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করে। রেডিওতে জামাতের তবলীগ নিয়মিতভাবে সে শুনতে থাকে। একদিন সে নিজ পিতা যিনি ওয়াহাবী ইমাম তার কাছে জামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তার পিতা তাকে বলে যে, আহমদীরা মুসলমান নয়, তুমি তাদের কাছেও যাবে না। কিন্তু সে নিয়মিতভাবে রেডিও শুনতে থাকে, এরপর সে আমাদের মুয়াল্লেম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পিতা এই কথা জানতে পেরে তাকে গালি দিতে দিতে ঘর থেকে বের করে দেন। কিছু দিন পর এই ছেলের কাছে তার মায়ের ফোন আসে যে, তুমি যাওয়ার পর ঘরের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, তুমি ফিরে আস এবং নিজ পিতার সাথে মিমাংসা করে নাও। মায়ের কথামত ঘরে ফিরে এসে সে দেখতে পায় যে, তার পিতা সমস্ত গ্রামবাসীকে একত্রিত করেছে এবং বলছে যে, এখন আর সে আমার ছেলে নয়, সে কাফের হয়ে গেছে। আফ্রিকার রীতি অনুযায়ী পিতার অসন্তুষ্ট হওয়া অত্যন্ত অশুভ মনে করা হয়। এরফলে সেই নব আহমদী অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখিন হয়। সে দোয়া আরম্ভ করে। একদিন সে স্বপ্নে দেখতে পায় যে, কোন ব্যক্তি তাকে বলছে যদি নাজাত লাভ করতে চাও তাহলে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। এই স্বপ্নের ফলে সে আরো অবিচল হয়ে উঠে এবং নিজ পিতাকে বলে যে, এখন আপনি যা খুশি করুন কিন্তু আমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে পারি না।

অতএব, হাজার হাজার মাইল দূলে অবস্থিত লোকদের হৃদয়েও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত প্রবিষ্ঠ করানোর পর অবিচলতাও দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমিকদের দল তৈরী করেছেন সেখানে পারস্পরিক ভালোবাসাও তৈরী করেছেন।

অতএব, এই ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বেনীনের আমীর সাহেব লিখেন যে, পারাকো রিজিওনের একটি কসবা হল কালে, পারাকো শহর থেকে এটি ১১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। কাঁচা রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে এবং জঙ্গল অতিক্রম করে যেতে হয়, বলা যায় জঙ্গলের মাঝেই এই অঞ্চলটি পড়ে। গত বছর আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন যে, গত বছর এখানে বয়আতও হয়েছিল। এ বছর এখানে একটি গাছের নিচে জলসার আয়োজন করা হয়। যাতে আশে পাশের জামাতগুলো থেকেও নওমোবাইনদেরকে ডাকা হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল যখন এক দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে এই গ্রামে পৌঁছে তখন গ্রামের লোকেরা নারা ধ্বনি দিয়ে এত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানায় যে, গ্রামবাসীদের নিষ্ঠা দেখে পুরো সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

তিনি বলেন যে, সেখানে একটি জামা'ত মাকারার প্রেসিডেন্ট সাহেব তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- যে হে লোকেরা এটি সত্যের পথ যা আমাদেরকে জীবন দান করছে, এটিই প্রকৃত ইসলাম যা আমাদেরকে ভালোবাসা শিখিয়েছে। অ-আহমদী ইমাম আমাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভালোবাসা শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আহমদীয়াত আমাদের সবাইকে একত্রিত করেছে।

অনুরূপভাবে আরেকজন নওমোবাঈন দুরো জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন যে, আহমদীয়াতই আমাদেরকে সঠিক ইসলাম শিখিয়েছে। যখন আমরা জলসা সালানায় যাই তখন কেউ কোন ভেদাভেদ করে নি, গ্রাম এবং শহরবাসী সকলে একই জায়গায় একত্রিত ছিল, কোন লড়াই ঝগড়া ছিল না, আহমদীয়াত আমাদেরকে ধর্মের জ্ঞান দান করেছে আর আল্লাহ তা'লা কৃপা করেছেন যে, আমরা নামায আদায় করা আরম্ভ করেছি।

আরেকজন নওমোবা বলেন যে, আমরা আহমদীয়াতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, এটি আমাদের জঙ্গলবাসীদেরকে মানুষে পরিণত করেছে। এখানে সন্তান পিতাকে সালাম করত না, কিন্তু আহমদী মুরব্বী এবং মুয়াল্লেমগণ এমনভাবে আমাদের তরবিয়ত করেছেন যে, সব দিক থেকে সালামের ধ্বনি শোনা যায়।

আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের মাঝ থেকে এবং অ-মুলমানদের মাঝ থেকেও কীভাবে পুণ্যবানদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের পর ঈমানের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় করেন এ সম্পর্কে সিরালিয়নের আমীর সাহেব লিখেন যে, সিরালিয়নের বুঁ রিজিওনের একটি জামাত সেলোতে গত বছর একটি নওমোবাঈন জামাত তৈরী হয়েছিল কিন্তু সেখানকার ইমাম তখন বয়আত করে নি। কিছুকাল পূর্বে যখন এই ইমামও আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা দেয় তখন কিছু উগ্রপন্থী লোক সেখানে পৌঁছে যায়। এই লোকেরা ইমামকে বলে যে, যে মসজিদে তুমি ইমামতি কর সেটি যেহেতু মালিকিয়া ফেরকার তাই হয় আহমদীয়াত ছেড়ে দাও নতুবা এই মসজিদের ইমামতি ছেড়ে দাও। এতে ইমাম সাহেব উত্তর দেন যে আমি এক দীর্ঘ সময় ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং পড়াশোনার পর আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আর যেহেতু আমি ইমাম এবং এই বিষয়গুলোকে আপনাদের চেয়ে বেশি বুঝতে পারি তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আহমদীয়তই হল প্রকৃত ইসলাম, তাই আমি আপনাদের মসজিদ এবং আপনাদের ইমামত ফেরত দিচ্ছি কিন্তু আহমদীয়াত পরিত্যাগ করা আমার জন্য সম্ভব নয়।

অতএব, এমন ইমামরাও রয়েছে আলেমরাও রয়েছে, যাদের মাঝে সত্যতাকে বুঝা এবং যাচাই করার বিবেক বুদ্ধিও আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে রয়েছে পাকিস্তানি আলেমরা যারা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে এবং নিজ পেট ভরার দিকে মনোযোগ বেশি।

বেনীন থেকে এক স্থানীয় মোয়াল্লেম তৌফিক সাহেব লিখেন যে, তিনি বলেন যে, এক বন্ধু বামেসোরা করীম সাহেব খ্রিষ্টান থেকে আহমদী হওয়ার তৌফিক লাভ করেন। তিনি আমাদেরকে তার গ্রাম হেটিতে তবলীগের জন্য যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন যে, পুরো গ্রাম থেকে যদি একজনও গ্রহণ না করে আর মানুষ আমার যতই বিরোধিতা করুক আমি আহমদী আর আহমদীই থাকব এবং একাই তবলীগ করতে থাকব। এই উৎসাহ ও উদ্যম হল সেই সব নবাগত আহমদীদের তবলীগের জন্য যারা আমাদের পুরোনদের জন্য শিক্ষনীয়। যখন তাদের গ্রামে তবলীগ করা হয় তখন বিশ জন লোক বয়আত গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করে।

কিছুদিন পর জামেয়া আহমদীয়া নাইজেরিয়ার একজন ছাত্র বশীর আহমদ সাহেবকে সেখানে তরবীয়ত করার জন্য প্রেরণ করা হলে আরো একশত লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। করছেন তিনি আর নতুন নতুন বয়আত লাভে সহায়ক ভূমিকা রাখছেন।

এরপর আটের পাতায়.....

দুইয়ের ও সাতের পাতার পর.....

নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। প্রশ্ন করা হলো আপনি কে? জবাব দেয়া হলো, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতঃপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমি ভেতরে ইদরিস (আ.)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। জিবরাঈল আমাকে বললেন, ইনি ইদরীস (আ.)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তাঁর উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন খুবই শুভ। তারপর (দরজা খুলে দিলে) আমি ভেতরে পৌঁছলাম। তখন সেখানে হারুন (আ.)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হারুন (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর

সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে মূসা (আ.)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হলেন মূসা (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে (নবী বানিয়ে) পাঠানো হলো, যার উম্মত আমার উম্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। অতঃপর জিবরাঈল দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। দরজা খুলে দিয়ে দ্বাররক্ষী বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না আনন্দদায়ক। তারপর আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে ইব্রাহীম (আ.)কে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, ইনি আপনার পিতা ইব্রাহীম (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার উত্তর দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর আমাকে সিদরাতুল-মুন্ত হা পর্যন্ত ওঠানো হলো।

জিবরাঈল বললেন, এটাই সিদরাতুল-মুনতাহা। আমি আরো দেখতে পেলাম (সিদরার মূল থেকে নির্গত) চারটি নহর। দু'টো নহর অপ্রকাশ্য আর দুটো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে, জিবরাঈল! এ নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দুটো হল জান্নাতে প্রবাহিত দু'টি ঝর্ণাধারা, আর প্রকাশ্য দু'টো হলো মিসরের নীল নদ ও বাগদাদের ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। তারপর আলবায়তুল মা'মুর ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হলো। অতঃপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্য থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মত যে ইসলাম রূপী স্বভাবজাত ধর্মের অনুসারী, এটা তারই নিদর্শন।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হলো এবং আমি ফিরে চললাম। মূসা (আ.)-এর সম্মুখে দিয়ে যাবার সময় তিনি (আমাকে) বললেন, কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্‌র কসম, আপনার পূর্বে আমি (ইসরাঈল) লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলছি, আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ আমার ওপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসার নিকট ফিরে গেলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে, আমি পুনরায় আল্লাহ্ র কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর থেকে আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসার কাছে ফিরে এলে তিনি অনু রূপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্ল াহ্ আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলে আল্লাহ্ আমার জন্যে আরো দশ ওয়াক্ত কম করে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ করা হলো। আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে, আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো।। আমি মূসার কাছে আবার ফিরে এলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে (সর্বশেষ) কি করতে আদেশ করা হলো? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি (ইসরাইল) লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের হেদায়াতের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আমি বলছি, আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্যে নামায হ্রাস করার প্রার্থনা জানান। নবী (সা.) বললেন, আমি আমার রবের কাছে (কর্তব্য হ্রাসের জন্য) এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, (পুনরায় প্রার্থনা জানাতে) আমি লজ্জাবোধ করছি। বরঞ্চ আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট ও আনুগত্য প্রকাশ করছি। নবী (সা.) বলেন, আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমার অবশ্য-পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্যে আদেশটি লঘু করে দিলাম।"

(সহীহ্ আল বু খারী, কিতাবুল মুনাকিব- ৩য় খন্ড)

সাধারণভাবে বলা হয়, মেরাজের ৩টি অংশ। প্রথম অংশ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা গমন। দ্বিতীয় অংশ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আসমানে ভ্রমণ এবং তৃ তীয় অংশ আসমান থেকে মসজিদে হারামে প্রত্যাবর্তন। হাদীসে আছে,হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যখন মেরাজ হয়, তখন তিনি মসজিদে হারামের হাতীমে শুয়ে ছিলেন। অন্য হাদীসে আছে, তিনি তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর ঘরে শুয়ে ছিলেন।

কিন্তু হাদীস ও কুরআন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মেরাজ ও ইসরা পৃথক প্রথক সময়ে হয়েছিল। মেরাজের ঘটনা সূরা নজমে আছে, যা নবু ওয়তের ৫ম সালে হয়েছিল। আর ইসরার ঘটনা কুরআনের সূ রা বনী ইসরাঈলে আছে, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মক্কী জীবনের শেষ-বর্ষে অর্থাৎ নবুওয়তের ১১/১২ সালে হয়েছিল। হাদীসে এর সমর্থ ন পাওয়া যায়। সূরা নজমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার বর্ণনা নেই। আকাশে যাওয়ার কথা আছে। সূ রা বনী ইসরাঈলে আকাশে যাওয়ার কথা নেই। কিন্তু বায়তুল মাকাদ্দাসে যাওয়ার কথা আছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, মেরাজে নামায ফরজ হওয়ার কথা আছে। আবার হাদীসে আছে নবু ওয়তের শুরু থেকে নামায ফরজ হয়নি। এ থেকে প্র মণিত হয় যে মেরাজ হযরত মু হাম্মদ (সা.) এর জীবনে কমপক্ষে দুবার হয়েছে। সূরা নজমে আছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এটি দুবার দেখেছেন। মেরাজ রসূলুল্লাহর (সা.) নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে হয়েছিল। ইসরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। এটি হযরতের মক্কী জীবনের শেষ বর্ষে ঘটেছে, যখন বিবি খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং তিনি (সা.) উম্মে হানীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। মেরাজ ও ইসরা আধ্যাত্মিক ঘটনা। এটি স্বশরীরে ঘটেনি। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা

খুতবার শেষাংশ

বুরকিনাফাঁসো থেকে স্থানীয় মুয়াল্লেম কোনাতে আব্দুল হাই সাহেব বলেন: একজন নওমোবাঈন জিয়ালো ইব্রাহিম সাহেব বলেন: মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অনেক বেশি মদ পান করতাম আর এত বেশি পান করতাম যে মানুষ তাকে উন্মাদ মনে করত এবং কেউ তার কাছে যেত না। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর কেউ তার সাথে দেখা করতে আসেন নি। এরপর তিনি আহমদীয়া রেডিও শোনা আরম্ভ করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে হেদায়াত দান করেন, তিনি জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন এবং মদ্যপান পরিত্যাগ করেন কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় অসুস্থ হয়ে পাড়েন। আর এবার এত অসুস্থ হোন যে তিনি ধরে নেন যে, আমার শেষ সময় উপস্থিত। তাই তিনি দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! যদি ইমাম মাহদদী যাকে আমি মান্য করেছি তিনি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তুমি নিজ সন্নিধান থেকে আমাকে দীর্ঘ জীবন দান কর। এরপর আল্লাহ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শুধু রোগ মুক্তিই দান করেন নি বরং তাকে এত সুস্বাস্থ্য প্রদান করেন যে, এরপর তিনি জলসাতেও অংশ গ্রহণ করেন। তার ভাষ্য ছিল এসবই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করারই কল্যাণ। আজ তিনি যে জীবিত তা কেবল এজন্যই যে, তিনি সত্য গ্রহণ করেছেন।

আইভোরিকোষ্ট থেকে এক বন্ধু দামিলে সাহেব নিজের আহমদীয়াত গ্রহণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: আমি মূর্তি পূজা করতাম কিন্তু একদিন আমি স্বপ্নে দেখি এক বৃদ্ধা আমাকে একটি পানির পাত্র এবং একটি নামাযের বিছানা দিয়ে বলে যে, নামায আদায় কর। আমি এই স্বপ্ন বুঝতে পারি নি। স্বপ্ন বুঝার জন্য আমি এক মুসলমান আলেমের কাছে যাই, সে বলে যে এর সোজা অর্থ হল তুমি নামায পড়া আরম্ভ কর। অতএব, আমি অ-আহমদীদের মসজিদে নামায পড়া আরম্ভ করি কিন্তু তখনও মূর্তি পূজার দিকেই আমার মনোযোগ ছিল। কিছু দিন পর আমি পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখি, সেই মহিলা পুনরায় আমাকে এটিই বলে যে, নামায আদায় কর। তিনি বলেন যে, আমি আশ্চর্য হই যে, আমি তো নামায পড়া আরম্ভ করেছি। অতএব, এই স্বপ্নের অর্থ কি? তিনি বলেন যে, তাই আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে যাই, যিনি একজন আহমদী ছিলেন এবং তার কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করি। বড়ভাই আমাকে বলেন যে, এর অর্থ হল তোমার আহমদীয়াত গ্রহণ করা উচিত। তার পরামর্শে আমি জামাতের মুবাল্লেগের সাথে যোগাযোগ করে জামাত সম্বন্ধে জেনে নিয়ে বয়আত করি। বয়আতের পূর্বেও আমি নামায পড়তাম কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার হৃদয় মূর্তি পূজার দিকে আকৃষ্ট থাকত কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের কল্যাণে আমার হৃদয় থেকে মূর্তি পূজার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে উবে যায়। আহমদীয়াত গ্রহণের পরেই প্রকৃত নামায আমার লাভ হয় এবং আহমদীয়াতের কল্যাণেই আমি প্রকৃত খোদার সন্ধান আমি লাভ করি ।

অতএব, নব আহমদীদের এই ঘটনা পুরোনো আহমদীদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষনীয়। কাজান থেকে মুয়াল্লেম সাহেব বলেন যে, ২০১৪ সনের জুন মাস থেকে কাজান জামাত খরীদ ইব্রাহিম সাহেবের দোকানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ছবি টানায়, ছবির নিচে এই লাইন রাশিয়ান ভাষায় লেখা হয় যে, সেই ইমাম মাহদী যার অপেক্ষায় বহুদিন থেকে করা হচ্ছে তিনি আগমণ করেছেন, আর একই সাথে জামা'তের ওয়েবসাইটের ঠিকানাও লেখা ছিল। তার দোকান শহরের মূল বাজারে অবস্থিত। তার ধারণা অনুসারে প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার মানুষ তার দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। এই ছবিকে দেখে মানুষ যোগাযোগ করে এবং তবলীগের পথ উন্মোচিত হয়। তো এভাবেও মানুষ তবলীগের পথ বের করা আরম্ভ করেছে। কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন পাকিস্তানি আহমদী সেখানে গিয়েছিলেন কোন ব্যাবসায়িক কাজে। তিনি আমার মনে হয় এই জায়গায়ই হবে, তিনি আমার কাছে একটি দোকানের ছবি প্রেরণ করে যাতে একটি বড় ছবি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর লাগানো ছিল। তিনি বলেন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং ছবি দেখছিলাম এমন সময় দুই পাকিস্তানি অ-আহমদী সেখান দিয়ে অতিক্রম করে এবং সেখানে দাড়িয়ে ছবি দেখা আরম্ভ করে আর একে অপরকে তারা বলতে থাকে যে, মনে হচ্ছে এটি কাদিয়ানের মির্যা সাহেবের ছবি। সেই দোকানে থাকা এক মহিলা শুধু এটি শুনতে পান যে, ইনি ইমাম মাহদী (আ.) যিনি এসে গেছেন। ছবির দিকে তিনি ইঙ্গিত করে বলেন যে, আমি শুধু এতটুকুই শুনতে পেয়েছি, এরপর সেখান থেকে চলে যাই। তাই মানুষ এভাবে তবলীগের পথ উন্মুক্ত করে।

বুরকিনাফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের এক নওমোবাঈন বন্ধু পারে ইদ্রিস সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমি বয়আত করার পর একদিন স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেখানে পূর্বে ছিলাম সেখানে অন্ধকার হয়েগেছে আর এখন যেখানে রয়েছি সেখানে কেবল নূর আর নূরই রয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমার চোখ খুলে যায়। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ওহাবী ছিলেন। অতএব, এই স্বপ্নের পর তিনি নিজ বন্ধুদের বলা আরম্ভ করেন যে, যদি তোমরা আজ নূরের অন্বেষণ করে থাক তাহলে প্রকৃত নূর কেবল আহমদীয়াতের মাঝেই রয়েছে। কেননা, এতে খিলাফতের ধারা অব্যাহত রয়েছে আর খিলাফতের সাথেই আমাদের বিজয় রয়েছে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় এখন পারে সাহেব স্থায়ী দাঈইলাল্লাহ হয়ে গেছেন এবং প্রচুর তবলীগ তিনি করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিকে টেনে আনছেন আর ইনশাআল্লাহ তা'লা একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলাম পৃথিবী জয়যুক্ত হবে। আল্লাহ তা'লা প্রত্যেককে এই তৌফিকও দান করুন যেন সে এই কল্যাণ থেকে অংশ লাভের জন্য স্থায়ী দাঈইলাল্লাহতে পরিণত হয় আর এদিকে মনোযোগ দেয়।

নামাযের পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। একটি জানাযা হল মোকাররমা খোরশিদ রোকাইয়্যা সাহেবার। যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মোকাররম মৌলভী মঞ্জুর আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জুমুআ এবং হজ্জে আকবারের দিনে ঐশী নিয়তি অনুসারে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মির্যা কবিরুউদ্দীন সাহেবের পৌত্রি ছিলেন। তার স্বামী দেহাতী মুবাল্লেগ ছিলেন, যার সাথে তার ১৯৫৩ সনে বিয়ে হয়। কর্মক্ষেত্রে এর সর্বপ্রকার অভাব অনটন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি নিজ স্বামীকে পূর্ণরূপে সঙ্গ দিয়েছেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মরহুমা নামাযের প্রতি মনোযোগী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়াকারী, অতিথি আপ্যায়নকারী, খিলাফতের জন্য উৎসর্গীকৃত, দরিদ্রদের দেখাশোনাকারী, পুণ্যবান মহিলা ছিলেন। এমটিএ-তে নিয়মিত আমার খুতবা শুনতেন আর নিজ সন্তানদেরও নসীহত করতেন যে খলীফার খুতবা যেন অবশ্যই শুনে। দীর্ঘকাল তিনি অসুস্থও ছিলেন আর জামাতের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাহায্য গ্রহণ করতেন না। শেষ সময় পর্যন্ত সন্তানদের এটিই বলেছেন যে, নিজ সম্পদ থেকেই যতদুর সম্ভব চিকিৎসা কর। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন। তিনি তার পিছনে দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে রেখে গেছেন। তার একজন জামাতা ফ্রান্সে বসবাস করেন, তিনি মরক্কোর অধিবাসী। আল্লাহ তা'লা মরহুমার মর্যদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল ডাক্তার সালাউদ্দিন সাহেবের। যিনি আমেরিকার নিউজার্সির অধিবাসী। তিনি ইন্দোনেশিয়ান মুবাল্লেগ সিলসিলাহ মৌলভী ইমাম দ্বীন সাহেব এর পুত্র ছিলেন। ২০১৭ সনের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইন্সের কোন বিষয় পিএইচডি-ও করেছিলেন। ছুটিতে লন্ডনেও আসতেন। খিলাপতে রাবেয়ার যুগে বেশি আসা যাওয়া করতেন তিনি। আর পিএস দপ্তর ছাড়াও নিরাপত্তা বিভাগে ডিউটি প্রদান করতেন। দপ্তরের কাজ হোক বা নিরাপত্তার ডিউটি হোক সর্বদা অত্যন্ত দায়িত্ব ও সচেতনতার সাথে নিজের ডিউটি প্রদান করতেন। তিনি এত গাম্ভিয্যপূর্ণ উল্লেখযোগ্য এবং গ্রহণীয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, মানুষের মাঝে অতি দ্রুত জায়গা করে নিতেন এবং সবার প্রিয় হয়ে উঠতেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানীও ছিলেন। পিএইচডি করেছিলেন। এবং স্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এছাড়া অন্যান্য জ্ঞানও ছিল। এতসব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার প্রকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ছিল, সর্বস্তরের মানুষের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন তিনি। আমি যেমনটি বলেছি খিলফাতে রাবেয়ার যুগে দীর্ঘকাল প্রাইভেট সেক্রেটারীর দপ্তরে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া নিরাপত্তা ডিউটিতেও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ডিউটি প্রদান করতেন।

আমেরিকার আমীর সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন: ডাক্তার সালাউদ্দিন সাহেব নিউজার্সি জামাতের সদস্য ছিলেন। কয়েক দশক থেকে আমেরিকার জলসা সালানার সময় লঙ্গর খানায় সেচ্ছাসেবী দলেন নিগরানী তিনি করছিলেন। জলসা সালানা উপলক্ষ্যে তার নি:স্বার্থ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের সবার জন্য এক আদর্শ ছিল। প্রকাশ্যে কাজ করার পরিবর্তে নি:স্বার্থভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি আমাকে বলতেন যে, কোন পদ চাই না, আমার কাছ থেকে যে সেবা নেয়ার তা নিতে পারেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, আমি তাকে শৈশব থেকে অর্থাৎ রাবওয়া থেকে চিনি আর খিলাফতের পরেও তার মাঝে খিলাফতের প্রতি এক বিশেষ প্রেম ও ভালোবাসা আমি দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার বিয়ে হয় নি। তার বোন যারা রয়েছেন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন আর মৌলভী ইমাম দ্বীন সাহেবের যেসব সন্তান রয়েছে তাদের মাঝে তার পুণ্যকে অব্যাহত রাখুন। আমীন।

২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

১৯ শে আগস্ট, ২০১৭

৬.৪৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর আগমণের সাথে যথারীতি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মাননীয় দাউদ আহমদ সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী আমুরে খারজা অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করান। এরপর মাননীয় হাফিয যাকির আসলাম সাহেব কুরআন মজীদে তিলায়াত করেন এবং ইরফান আহমদ ভট্টি সাহেব জার্মান অনুবাদ পেশ করেন।

জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর আমীর সাহেবের ভাষণ

জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর আমীর সাহেব আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাউযার সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্যে বলেন: গ্যাযন শহরটি জার্মানীর বেসন প্রদেশের লান নদীর তীরে অবস্থিত। ১১৯৭ সালে প্রথম কোন নথিতে গ্যাযন শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শহরের জনসংখ্যা ৮৪ হাজার যার মধ্যে ৩৮ হাজার ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই প্রদেশের একটি বিশেষ দিক হল এখানকার স্কুলে ইসলামী শিক্ষার বিষয়েও পড়ানো হয় এবং এবিষয়ে তারা জামাতে আহমদীয়ার সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

আমীর সাহেব এই শহরে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন: ১৯৮৩ সালে প্রথম এখানে একটি আহমদী পরিবার বসবাস করতে শুরু করে। এর তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে যথারীতি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় জামাতের সদস্য সংখ্যা ছিল ২২০ জন। ১৯৯৮ সালে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এখানে আসেন এবং এখানকার ইউনিভার্সিটিতে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের অধিবেশনও রাখা হয়য়। ১৮৮৯ সালে এই শহরে একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নেওয়া হয় যেটি নামায সেন্টার হিসেবে এতদিন ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

এরপর ২০০৪ সালে একটি নামায সেন্টার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা এযাৎ ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০১১ সালে মসজিদের জন্য জমি কেনা হয় এবং ২৮ শে মে ২০১২ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মান সফরকালে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে তার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দুটি পৃথক পৃথক হলঘর করা রয়েছে। মসজিদের ভূখণ্ডের আয়তন এক হাজার বর্গমিটার। মিনারের উচ্চতা ১২ মিটার এবং গম্বুজের ব্যাসার্ধ ৬ মিটার। মসজিদের বাইরের ৬টি গাড়ি পার্ক করার সুবিধা রয়েছে। মসজিদটি শহরের কেন্দ্রে ব্যস্ততম সড়কগুলির একটির প্রান্তে অবস্থিত।

গ্যাযন ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্টর ভাষণ

জার্মানীর আমীর সাহেবের ভাষণের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. মার্টিন রুবলার বেসিন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন: আমি সর্ব প্রথম খলীফাতুল মসীহ এবং অন্যান্য অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জানাই। আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত যে, মসজিদ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর এখানে অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। আমি বেসিন প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছি। আমি মুখ্য মন্ত্রীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা জ্ঞাপন করছি এবং মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই।

তিনি বলেন, এই প্রদেশে জামাত যে মর্যাদা লাভ করেছে তা একথার প্রমাণ যে জামাত এই দেশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এবং জামাত বাক-স্বাধীনতা এবং অন্যান্য মূল্যবোধের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। আপনারা প্রেম ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করেন এবং পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত্নবান। আমি কামনা করি আপনরা সতত সুখ-শান্তিসহকারে বসবাস করুন এবং সমাবেশ স্থল চিরস্থায়ী হোক এবং আপনাদের সকল পুণ্যময় বাসনা পূর্ণ হোক।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মি. গারহাড মার্য সাহেবের ভাষণ

এরপর বেসিন প্রদেশের সংসদ সদস্য মি. গারহার্ড মার্য নিজের ভাষণ পেশ করে বলেন: আমি খলীফাতুল মসীহকে অভ্যর্থনা জানাই। আমি আনন্দিত যে, মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি একারণেও আনন্দিত যে আমার পৈতৃক শহরে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি আনন্দিত এই কারণেও যে, জামাত যা বলে তা করে করেও দেখায় এবং দেশের সেবায় উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে অংশ গ্রহণ করে থাকে। কেবল সাফাই অভিযানের কারণেই আমরা জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পরিচিত নই, বরং আরও অন্যান্য কাজের কারণে আমরা তাদেরকে চিনি। জামাত আহমদীয়া সমাজের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি বলেন, এস.পি.ডি পার্টির পক্ষ থেকে আমি মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই।জামাত আহমদীয়া সব সময় এমনভাবেই সক্রিয় থাকুক , এবং প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভালবাসা ও সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করুক। জামাত আহমদীয়া এমন পথ অবলম্বন করেছে যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং অন্যদেরকেও সেই অনুযায়ী আমল করা উচিত। ভাষণ শেষে তিনি পুনরায় সকলকে সাধুবাদ জানান।

শহরের মেয়রের ভাষণ

এরপর গ্যাযন শহরের মেয়র ভাষণ উপস্থাপন করে বলেন: আমি সর্বপ্রথম খলীফাতুল মসীহ এবং অন্যান্য অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। আজকের দিনটি কেবল গ্যাযন শহরের আহমদীদের জন্যই নয়, বরং পুরো গ্যাযন শহরের মানুষের জন্য আনন্দের দিন। আজকের এই অনুষ্ঠানে শহরের অনেক মানুষকে দেখা যাচ্ছে যারা শহরের প্রশাসনিক কাজ এবং রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত, এমনকি পুরো বেসিন প্রদেশ থেকেই মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এসেছেন। মেয়র সাহেব বলেন, তিনি জামাতের একটি পাম্ফপ্লেটে পড়েছেন যে, মসজিদ কেবল ইবাদতের জন্যই নয় বরং সেখানে পরস্পর সাক্ষাত, গঠনমূলক অনুষ্ঠান, এবং প্রতিবেশীদের অধিকারও প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, মসজিদের মাধ্যমে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারি এবং পরস্পরের আনন্দের শরিক হতে পারি। গ্যাযন শহরে প্রত্যেক ধর্মের মানুষের সঙ্গে জামাত আহমদীয়া সুসম্পর্ক রয়েছে। জামাত্ আহমদীয়া এই শহরের একটি বিশ্বাসের পরিবেশে বসবাস করছে। "ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।" আমরা যে পরস্পর শান্তিসহকারে বসবাস করি তার জন্য জামাত আহমদীয়ার এই মূলনীতিই দায়ী। আপনাদের জামাতে একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যদি সমগ্র বিশ্ব আপনাদের কথার প্রতি মনোযোগ দেয় তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে। আপনাদের মসজিদটি খোলা জায়াগায় অবস্থিত, কোন গোপন নামায সেন্টার নয়। আপনারা মসজিদ তৈরী করে বলেদিয়েছেন যে আপনারা এই শহরের অংশ। ধর্ম সেটিই যা অপরকে শান্তি ও নিরপত্তা প্রদান করে। এই কথাটি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) একবার চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত ধর্ম সেটিই যা অন্যান্য ধর্মকে শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। পরিশেষে মেয়র সাহেবা বলেন, আজকের এই আনন্দের দিনে আমি জামাতকে একটি চারাগাছ উপহার দিয়েছি যা লাহন নদীর পানি দিয়ে সিঞ্চিত হয়েছে। এই চারাবৃক্ষটি মসজিদের ভূখণ্ডে রোপন করা হবে। যেভাবে বৃক্ষের শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট থাকে, আমি আশা করি জামাত আহমদীয়াও এখানে দৃঢ়ভাবে নিজের শিকড় বিস্তার করবে। মেয়র সাহেবা হুযুর আনোয়ার (আই.)কে গ্যাযন শহরের গোল্ডেন বুকে হস্তাক্ষর করার জন্য আবেদন জানান। এরপর ৭টা ১৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানের রহীম পাঠ করার পর বলেন: সর্বপ্রথম আমি সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আবেগ আমার একটি ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। কেননা, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন, যে মসুলমান মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আমার জন্য অত্যন্ত জরুরী। আমি এজন্যও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, এখানকার মানুষ মসজিদের জন্য মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। কাউন্সিল, মেয়র এবং এখানকার রাজনীতিকদেরকেও ধন্যবাদ। এরা সকলে আমাদের মসজিদের জন্য উদারমনার পরিচয় দিয়ে আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছেন। এই কারণে সর্বপ্রথম তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করতে চাই, যেরূপ আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেছেন, সেটি হল এই মসজিদের নাম হল মসজিদ বায়তুস সামাদ। সামাদ হল আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম যার অর্থ হল চিরস্থায়ী যিনি কারো

মুখাপেক্ষী নন। অপরপক্ষে পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীব এবং সকল বস্তু আল্লাহ্ তা'লার মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ খোদা তা'লা এমন এক সত্তা যিনি আদি ও অনাদি এবং তিনি চিরন্তন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই পৃথিবীর সীমা বলে দিয়েছেন। কুরআন করীমে বর্ণিত আছে যে, এই আকাশ ও পৃথিবী একটি আবদ্ধ বস্তু ছিল। অতঃপর আল্লাহ সেটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই পৃথিবী ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পিছনে বৈজ্ঞানিকগণ যে বিগ-ব্যাং থিয়োরি কল্পনা করেছেন তা কুরআন করীম পূর্বেই উপস্থাপন করেছে। এই বিষয়ের উল্লেখ কুরআন করীমের ২১ নং সূরায় রয়েছে। এর আগে এও উল্লেখ আছে যে, একসময় এই পৃথিবী ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে গুটিয়ে নেওয়া হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যে কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্লাকহোল থিয়োরি দিয়ে থাকেন সেটিও কুরআন মজীদ পেশ করেছে। মোটকথা সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও খোদা তা'লা চিরন্তর কাল থাকবেন। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও খোদা তা'লার সত্তা অক্ষুন্ন থাকবে। অতঃপর খোদা তা'লা বলেন, আমি পুনরায় এই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করব যেভাবে পূর্বেও বিগ-ব্যাং সংঘটিত হয়েছে। অতএব বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলিও খোদা তা'লা আমাদেরকে এই যুগের জন্য বলে দিয়েছেন যে, আমি চিরকাল ছিলাম এবং থাকব। তাই আমার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। ইবাদত করার জন্য আমার দিকে নতমস্তক হও। আশ্রয় যাচনা করতে হলে আমার দিকে এস, কেননা 'সামাদ' নামের এটিই অর্থ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আশা করি যে, এই মসজিদে আগমণকারী আহমদীরা যখনই মসজিদে আসবেন তারা নিজেদের সকল আশা-আকাঙ্খা ও প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থাপন করবেন যিনি দোয়া শোনেন, যিনি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী এবং যাঁর কাছে বিপদের অবস্থায় এবং সাধারণ অবস্থায় আশ্রয়ের জন্য যাওয়া যায়। মসজিদের নামের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু করানো হল।

আমীর সাহেব বলেছেন এই শহরের লোক সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার যার মধ্যে ৩৮ হাজার ইউনিভার্সিটির ছাত্র। অর্থাৎ এটি এমন এক শহর যেখানে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। যারা পড়াশোনা করে তাদের সব সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শিক্ষা যেখানে আমাদেরকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষন করে যে, আমরা একদিকে যেমন নিজেদের মন ও মস্তিষ্ক উভয়কে উন্মুক্ত করি এবং নিজেদের মধ্যে সহনশীলতার গুণ বিকশিত করি, অপরদিকে আমাদের শিক্ষা যেন নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদা তা'লার অধিকার আদায়ের প্রতিও মনোযোগী হই। মসজিদ, গীর্জা বা সাইনাগোগ ইত্যাদি যে সব উপাসনাগার এজন্য তৈরী করা হয় যাতে সেখানে আমরা নিজেদের স্রষ্টা খোদা তা'লাকে স্মরণ করি এবং তাঁকে কখনো না ভুলি।

এখানে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। আমীর সাহেব প্রতিবেশীদের কথা বলেছেন। প্রতিবেশীদের অধিকারদের সম্পর্কে বলতে গেলে ইসলামে প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এবিষয়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বারবার প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার ধারণা জন্মে, প্রতিবেশীদেরকেও হয়তো উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ প্রতিবেশীদের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা পূরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। যেরূপ আমীর সাহেবও বলেছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ নির্মাণের সময় কিছু কিছু প্রতিবেশী হয়তো শব্দদূষণ বা অন্য কোন কারণে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, এই কারণে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখন যেহেতু মসজিদ তৈরী হয়ে গেছে, আমি আশা করি এখানে আগমণকারী আহমদীরা পূর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হবেন। আর আহমদীদের দায়িত্ব হল এই অধিকার প্রদান করা, অন্যথায় মসজিদ নির্মাণ কোন কাজে আসবে না।

অনুরূপভাবে গ্যায়ন শহরের ভাইস প্রেসিডেন্ট জামাতের প্রশংসা করেছেন এবং কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শিক্ষা। যেমন- আমরা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা এবং পরস্পরের আবেগ-অনুভূতি ও অধিকার সম্পর্কে যত্নবান থাকা উচিত।

মসজিদ প্রসঙ্গে এই কথাটি উঠে এলে মহানবী (সা.)-এর যুগের একটি ঘটনা স্মরণে আসে। একবার একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল মদিনায় আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসে। কিছুক্ষণ পর তারা কিছুটা অস্থির হয়ে ওঠে। মহানবী (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা অস্থির কি কারণে হচ্ছ? তারা উত্তর দিল, আমাদের উপাসনার সময় হয়ে এসেছে এবং আমরা জানি না যে কোথায় উপাসনা করব। আঁ হযরত (সা.) সেই সময় তাদের সঙ্গে মদিনায় মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, এই মসজিদও এমন এক স্থান যেখানে তোমরা ইবাদত করতে পার। মসজিদ তো আল্লাহ্ তা'লার উপাসনার উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়ে থাকে। ভিন্নবাক্যে আঁ হযরত (সা.) সেই খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে নিজেদের মসজিদে ইবাদত করার অনুমতি প্রদান করলেন। এটি ইসলামী শিক্ষার সেই অনুপম সুন্দর দিক যা প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতি বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। এমনকি ইসলাম এই শিক্ষাও দেয় যে, পৃথিবীতে আবির্ভূত সমস্ত ধর্মই সত্য ছিল এবং তাদের প্রবর্তকগণও সত্য ছিলেন। তারা যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন তা খোদার পক্ষ থেকে ছিল যিনি পৃথিবীতে নবী প্রেরণ করে থাকেন এবং প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন। অতএব প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল সকল নবীকে এবং তাদের মান্যকারীদেরকে সম্মান করা। এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে, যারা খোদাকে মান্য করে না বা যারা পৌত্তলিকতা করে, পৃথিবীতে শান্তি, প্রেম ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাদের মূর্তিগুলিকে কখনো খারাপ বলো না। কেননা এরফলে পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি হবে। এইভাবে ইসলাম সকল প্রকার আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান থাকার শিক্ষা দিয়েছে এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) তাঁর কর্মপন্থা ও আদর্শের মাধ্যমে আমাদের সামনে তা তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে এমপি সাহেবকেও ধন্যবাদ জানাই। তিনিও উন্নত চিন্তাধারা ব্যক্ত করে আহদীদেরকে এই শহরের অংশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে যে সকল আহমদীরা এখানে এসে এদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তাদের কর্তব্য হল নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে দেশের উন্নতির কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করা। যারা ছাত্র তারা শিক্ষার্জন করে দেশের উন্নতিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করুক। যারা বণিক তারা বাণিজ্যে ন্যায়পরায়ণতার মান বজায় রেখে একদিকে যেমন বাণিজ্য বিস্তার করবে, তেমনি কর প্রদানের ক্ষেত্রে যেন সততা অবলম্বন করে। আপনারা যেহেতু এই দেশে এসে ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করছেন এবং এদেশের মানুষ আপনাদেরকে নিজেদের মধ্যে সমন্বিত করেছে। অতএব আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব হল এই অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে সবসময় এর যথার্থ মূল্যায়ন করা আর এটি তখনই সম্ভব আমপনারা নিজেদেরকে এদেশের প্রকৃত বাসিন্দা এবং অংশ বলে মনে করবেন।

এমপি সাহেব একথা বলেছেন যে, আপনাদের সকল পুণ্য বাসনা পূর্ণ হোক। আমাদের বাসনা এবং মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীবাসী যেন নিজেদের স্রষ্টাকে সনাক্ত করে এবং পরস্পর প্রেম ও সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে বসবাস করে যাতে তারা পরস্পরের অধিকার আত্মসাৎ করার পরিবর্তে, পরস্পর ঝগড়া বিবাদের লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। এই সুন্দর পরিকল্পনার রূপরেখাই তো মহানবী (সা.) অঙ্কন করে গেছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কঠোরতা অবলম্বনও করতে হয় তবে তা করা উচিত। কিন্তু একজন প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হল নিজের প্রত্যেকটি আচরণের মাধ্যমে নিজের প্রতিবেশীর জন্যও এবং সার্বজনীনভাবেও যেন স্নেহ-ভালবাসার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ পায় যাতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুরূপভাবে লর্ড মেয়র সাহেবকেও ধন্যবাদ জানাই যিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি আমাদের নীতিবাক্য ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-সম্পর্কে বলেছেন। মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ এখন আরো বেশি করে মুসলমানদের উপর পড়বে। অতএব এখন জামাতের সদস্যদের দায়িত্ব হল এই নীতিবাক্যটিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি করে তুলে ধরা, ধর্মের সম্মান করা এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরকে সম্মান করা। যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন এবং তাঁরা সত্য ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এই কারণে মুসলমানদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার নাম যেন সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। এই কারণেই আমরা যখন ইহুদীদের কথা বলি বা হযরত মূসা (আ.)-এর কথা বলি তখন 'আলাইহিস সালাম' বলি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'লার একজন নবী এবং পুণ্যবান ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা বললে আমরা তাঁর প্রতি শান্তি প্রেরণ করি। কেননা তিনিও আল্লাহ্র বিশেষ পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও ভালবাসার প্রসার করতে এসেছিলেন। মোটকথা একজন প্রকৃত মুসলমানের উচিত প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপুরুষদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এই সুন্দর শিক্ষাই পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিতি প্রদান করতে পারে। মসজিদে আগমণকারী প্রত্যেক ইবাদতকারীর প্রত্যেকটি কথা ও কাজে এই শিক্ষার প্রতিফলন ঘটানো দরকার। যদি এমনটি না করো তবে

তোমাদের মসজিদে আসা বৃথা। তোমরা যদি মসজিদে নামায পড়তে আস আর অন্যদিকে অধিকারসমূহ প্রদান করার পরিবর্তে পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়িয়ে বেড়াও তবে আল্লাহ্ তা'লার তোমাদের ইবাদতসমূহকে তোমাদের দিকে অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে দেন। এবং পরিশেষে কিয়ামত দিবসে বা বিচার দিবসে তোমরা নামাযের পুণ্যের পরিবর্তে পাপ অর্জনকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তোমরা বান্দাদের অধিকার প্রদান কর নি, তোমরা দেশে এবং শহরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছো। অতএব ইসলামের এই অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা প্রত্যেক আহমদীর মেনে চলা উচিত। আমি আশা করি এই মসজিদ নির্মাণের পর আহমদীরা পূর্বের থেকে বেশি এদিকে মনোযোগ দিবে। ইনশা আল্লাহ্। এবং শহরের মানুষ অনুভব করবে যে, এটিই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা যা পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে।

লর্ড মেয়র চারাগাছ এবং নদীর পানির বিষয়ে বলেছেন যে, এটি যেন এমন বৃক্ষে পরিণত হয় যা পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে এবং ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শহরের জন্য সুখ-শান্তির কারণ হয়। কিন্তু একথাও বলা দরকার যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা যখন গাছটি লাগাচ্ছিলাম এবং তাতে পানি সিঞ্চন করছিলাম সেই সময় সংবাদ মাধ্যমের কিছু প্রতিনিধিও ছিলেন। তারা আমাকে প্রশ্ন করেন যে, সমাজের সঙ্গে আহমদীদের সমন্বয় কীভাবে হবে? তোমরা তো অমুক অমুক বিষয়ে ভেদাভেদ কর। আমি তাকে উত্তর দিই যে, ইসলামী শিক্ষায় যদি এমন কোন বিষয় থাকে যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, যেমন- মহিলা ও পুরুষদের একত্রে বসা বা পর্দা না করা তবে সেগুলি বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন বা সমন্বয়ের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃত সমন্বয় হল পরস্পর প্রেম ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করা এবং নারী, পুরুষ নির্বিশেষে দেশের উন্নতিতে সহায়তা করা। আমি তাকে এই উদাহরণ দিয়েছি যে, আহমদী মহিলা ডাক্তার হলে তারা পুরুষ ডাক্তারদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে। মহিলা হোক বা পুরুষ সকল রুগীর সে চিকিৎসা করে। এটি মানবতার সেবা। অনুরূপভাবে নার্সরাও সেবারত রয়েছে। মহিলা ও পুরুষ প্রয়োজনের তাগিদে একত্রে কাজ করে। কিন্তু ইবদাত বা অনুষ্ঠানের সময় মহিলারা যদি নিজেদের সুবিধার্থে পৃথকভাবে একটি হলঘরে একত্রিত হয় তবে সেক্ষেত্রে আপত্তি থাকা উচিত নয়। এর দ্বারা দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে কোন ঘাটতি তৈরী হয় না। আমাদের মহিলারাও দেশের প্রতি ভালবাসা রাখে যেভাবে পুরুষরা দেশকে ভালবাসে। আমাদের মহিলারাও পড়াশোনা করে দেশের সেবা করবে যেভাবে পুরুষরা দেশের সেবা করে থাকে, বরং আমাদের মহিলাদের প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, তারা বেশি শিক্ষিত। তারা উচ্চ শিক্ষার্জন করে দেশ ও জাতির সেবা করছে। অতএব এটি সেই সমন্বয়ের অপূর্ব শিক্ষা যা আহমদী মহিলারাও যার নিদর্শন পেশ করছে। বাকি অন্যান্য যে ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে সেগুলির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে বিদ্বেষ ও বৈষম্য বা দূরত্ব বাড়ে। বিদ্বেষ জন্ম না নিলেও একে অপরের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত আসে। মহিলা হোক বা পুরুষ প্রত্যেক আহমদী দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করে।

লর্ড মেয়র সাহেবা যখন আমাকে গাছে পানি দিতে বললেন তখন আমি তাঁকে বললাম, পানি দেওয়ার এই শাওয়ারটির হাতলটিকে আমার সঙ্গে ধরুন যাতে আমরা একত্রে পানি দিতে পারি। তিনি অত্যন্ত আশ্চয্য হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি শাওয়ারের হাতলটি তোমার সঙ্গে ধরতে পারি? আমি বললাম অবশ্যই। কেননা, এটিই সেই প্রকৃত সমন্বয় যা আমরা চেয়ে এসেছি, যাতে পৃথিবী বাসী জানতে পারে যে, একজন ধর্মীয় দলের নেতা হিসেবে আমি এবং আপনি এই শহরের মেয়র হিসেবে উভয়ে শহরেরর সৌন্দর্যায়নের জন্য জাগতিকভাবেও এবং ধর্মীয়ভাবেও একত্রিত হয়ে একটি গাছ লাগানোর চেষ্টা করেছেন যা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বিকশিত হবে যাতে এখানে এখানে প্রেম ও সম্প্রীতির পরিবেশ সবসময় বজায় থাকে আর ফলদায়ী গাছ হলে তাতে প্রেম-প্রীতির ফল ধরে। ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ॥

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজ বায়তুস সামাদ মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৬৭ জন অতিথি অংশ গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন লর্ড মেয়র, সংসদ সদস্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি। এছাড়াও ছিলেন বেসিন প্রদেশের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাগণ এবং রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রতিনিধিবর্গ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা। তাদের কয়েকজনের অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হল।

মি. কার্ল হেন্স ফানক গ্যাযন জেলার উর্দ্ধতন কর্তা হিসেবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি বলেন, তিনি খলীফার বক্তব্যে প্রভাবিত হয়েছেন এবং বক্তব্যে বর্ণিত সমস্ত বিষয়ের উপর সহমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ারের উপস্থাপনা এবং বাচনভঙ্গি শান্তিদায়ক ও প্রভাবী ছিল। খলীফার বক্তব্য শুনে এই প্রথম জানতে পারলাম যে, আঁ হযরত (সা.) খৃষ্টানদেরকে মসজিদের ইবাদত করার জন্য স্বয়ং অনুমতি প্রদান করেছিলেন। ইসলামের এমন উচ্চাঙ্গের শিক্ষা শুনে আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি।

মিসেস বির্গিট লেস কনিগ সাহেবা বলেন: আমার মেয়ে হল্যান্ডে থাকে। আমি কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছি শুনে তার মনে অনেক আশঙ্কা ছিল। সে আমাকে সতর্কও করেছিল যে, আমি যেন সাবধান থাকি। কিন্তু আমি বলেছি, জামাত আহমদীয়ার মহামহিমান্বিত ইমামকে কাছ থেকে দেখার এমন অনন্য সুযোগ হেলায় নষ্ট করতে চাই না। তাই আমি অব্যশই সেখানে যাব। আজ আমি এখানে এসে শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করেছি।

মিসেস ওহম উইস্টার সাহেবা (ইনি আঞ্চলিক দপতরের প্রতিনিধি) বলেন: আমি মহিলাদের জন্য নির্ধারিত অংশে গিয়েছিলাম। সেখানে তাদের ব্যবস্থাপনা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ততা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনাদের মহিলারা সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অহমদীয়া জামাতের ইমাম মহিলাদের শিক্ষর উৎকর্ষতার বিষয়ে বলেছেন যা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে আপনাদের জামাতে মহিলা ও পুরুষদেরকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

মিস্টার টুরান বলেন: জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত করার পর তাঁর পবিত্র সত্তার আমার উপর গভীর প্রভাব পড়েছে। হুযুর আনোয়ার এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁকে ইসলামী বিশ্বের নেতা হওয়া উচিত।

ডক্টর মূসা সাহেব বলেন: খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমার দেহ ও আত্মা তাঁর ব্যক্তিত্বের পবিত্র প্রভাব অনুভব করেছে। খলীফার সঙ্গে করমর্দন করে অন্তরে অনুভূত হয়েছে যে, একজন ঐশ্বরিক পুরুষের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করলাম।

মি. টোবিয়াস আর্বেন বলেন: অনুষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং উৎকৃষ্টমানের আতিথেয়তার সঙ্গে সুব্যবস্থা আমার ভাল লেগেছে। জামাতের ইমামের বক্তব্যের এক একটি শব্দ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে যাচ্ছিল। তিনি অন্যান্য নেতাদের মত গতানুগতিকভাবে বক্তব্য পাঠ করেন নি, বরং অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সমস্ত কিছুই ছিল। যার মধ্যে ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বার্তা আমাকে হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছে। আমি আনন্দিত যে, আমাদের সমাজে জামাতে আহমদীয়ার পরিচয় আরও ভালভাবে মানুষ লাভ করেছে। কেননা মসজিদ একেবারে রাস্তার ধারে অবস্থিত যার ফলে এখন বেশি বেশি মানুষ জামাতের সঙ্গে পরিচিত হবে। আমি ক্যালেন্ডারে ৩রা অক্টোবরের দিনটিকে চিহ্নিত করে রেখেছিলাম যাতে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অবশ্যই যোগ দিতে পরি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের যুবকদের খেলা ও বিনোদনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়ার।

একজন বছর কুড়ির যুবক মি. রেনে বলেন: আপনাদের অনুষ্ঠানে চিরাচরিতভাবে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ ছিল যেখানে জামাতের ইমাম চিত্তাকর্ষক ভঙ্গির বক্তব্য এমন ছিল যা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ডক্টর ফ্রাঙ্ক ফিন লাম্বার্গ শহরে আন্তধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নেতা। তিনি বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমামের বক্তব্য শুনে মনে হয় তিনি নিজের বক্তব্যের বিষয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং শ্রোতাদের কাছে ধর্ম এবং বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করেন। তিনি অন্যান্য বক্তাদের অবস্থান ও মতামতকে দৃষ্টিপটে রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। আমি অনুভব করেছি যে, জামাতের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে খলীফার এক গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে যা দূরত্ব থাকা সত্বেও আমি অনুভব করতে পারি।

গ্যাযন শহরের একজন মহিলা ডাক্তার মিসেস ফিঙ্ক বলেন: এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুব্যবস্থিতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমি আপনাদের সাধুবাদ জানাই। বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এমন শান্তি ও বৈভবপূর্ণ অনুষ্ঠানে সমবেত দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। আমি জামাতে ইমামের পবিত্র সত্তায় প্রভাবিত হয়েছি। তিনি একজন প্রশান্ত চিত্ত এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি বলে আমার মনে হল। তাঁর কারণে গোটা অনুষ্ঠানের পরিবেশটি গাম্ভির্যপূর্ণ ছিল। আমি ভবিষ্যতেও আপনাদের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 19 Oct, 2017 Issue No. 42

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দুয়ের ও সাতের পাতার পর.....

নজমে আছে যে, তাঁর হৃদয় এই দৃশ্য দেখেছিলো।

হাদীসে আছে, যখন তিনি এই দৃশ্য দেখেছিলেন, তখন তাঁর (সা.) চোখ বোঁজা অবস্থায় ছিলো। এর থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে এ দৃশ্য দেখেছিলেন। হাদীসে আরও প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ্ এই স্বপ্ন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে দেখিয়েছিলেন।

হাদীসে আছে তিনি (সা.) নবীদের জামাতে ইমামতি করেছিলেন। আরো অনেক ঘটনা আছে, যা ব্যাখ্যা করতে হয়। এসব ঘটনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, মেরাজ ও ইসরার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক।

ইসলামে মিরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আর যেহেতু এটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক-বিষয়, তাই এটি লাভ করা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যার রূহ পবিত্র এবং যিনি পরম আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন। মহানবী (সা.)-এর রূহকে স্বয়ং আল্লাহ্পাক পবিত্র করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এই মহান নবীকে মেরাজের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণে নিয়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর জীবনে মিরাজ শুধু একবারই যে ঘটেছে তা কিন্তু নয়, কারণ ছিনাচাকের যে ঘটনা, তা তাঁর শৈশবেই ঘটেছিল, যখন তিনি (সা.) ছাগল চড়াচ্ছিলেন। তবে কুরআন করীমে তাঁর (সা.) যে আধ্যাত্মিক সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা একটি বিশেষ রাতে সংঘটিত হয়েছিল। এই রাতে মহানবী (সা.)-এর কাছে জিবরাইল ও মিকাইল (আ.) যখন আসে, তখন তিনি (সা.) ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি ছিলেন। তখন জিবরাইল (আ.) তাঁর (সা.) সীনা থেকে নাভীর ওপর পর্যন্ত ফেড়ে এবং তাঁর বুক ও পেট থেকে কিছু বের করে সেসবকে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে তাঁর পেটকে পাক পবিত্র করে দেন। তারপর তিনি সোনার একটি তশ্তরী আনেন, যা ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ ছিল। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সীনাটাকে ভরে দেন এবং ফাড়া অংশটা ঠিকঠাক করে দেন (বোখারী, মুসলিম ও মিশকাত)।

এই বিশেষ রাতে আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর রূহকে পাকসাফ এবং সতেজ করা হয়েছিল। একান্তভাবে যদি কেউ আল্লাহ্র হয়ে যায় , তাহলে সেই মু'মিনও মেরাজ লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্পাকের কাছে আমরা যদি বিগলিত চিত্তে দোয়া করি,তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের ডাক শুনবেন। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে 'তিনি কে, যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন, যখন সে তাঁর সমীপে দোয়া করে ও তার কষ্ট দূর করে দেন' (সূরা নমল: ৬৩)। আসুন না, আমরা সবাই নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করে নামাযের মাধ্যমে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ্পাকের কাছে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের রূহকে পরিস্কার করে দিয়ে আমাদের আত্মায় যত ময়লা জমেছে তা ধুয়েমুছে স্বচ্ছ করে দেন। অনেকে হয়তো মনে করবেন যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষ কিভাবে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারে। হ্যাঁ, সবাই আল্লাহ্কে লাভ করতে পারে, তবে প্রথম শর্ত হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা। প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আল্লাহ্পাক মেরাজের রাস্তা খুলে রেখেছেন, যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'নামায মু'মিনের মেরাজ'। অর্থাৎ মু'মিন মুত্তাকির মেরাজ হয় নামাযের মাধ্যমে। আমরা যদি নিয়ম অনুযায়ী আত্মা পবিত্র করে নামায আদায় করি, তাহলে আল্লাহ্পাকের মেরাজ আমরাও লাভ করতে পারি। আর এ রাস্তা এখনও খোলা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে।

আল্লাহ্ তা' লার কাছে এই দোয়াই করি, তিনি যেন আমাদের আত্মাকে শান্তিময় করেন আর ইহ জীবনেই যেন লাভ করতে পারি আল্লাহ্পাকে জান্নাতের স্বাদ। আমার আত্মা যেন রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এই সংবাদ লাভ করে যে, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অর্থাৎ তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা ফাজর: ২৮-৩১)। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্র ভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্র ভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট, আর এই পর্যায়ে যখন মু'মিনের আত্মা উপনিত হয়, তখনই আল্লাহ্পাক তাকে মেরাজের মর্যাদায় ভূষিত করেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এ প্রার্থনাই করি, তিনি যেন আমাদের সকলের রূহকেপবিত্র ও স্বচ্ছ করে দেন আর আমরা যেন মেরাজের মর্যাদা লাভে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মেরাজের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সাতের পাতার পর.....

হুযুর আলা, আল্লাহ্ তা'লা উত্তম জানেন আপনার জন্য খাকসারের এত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে যে, আমার সকল ধন-সম্পদ ও প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমি হাজার প্রাণে আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমার ভ্রাতা ও পিতা-মাতাও আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আপনার ভালবাসা ও আনুগত্যে খোদা আমার পরিসমাপ্তি করুন। আমীন। (ফার্সী পঙক্তি)

(অনুবাদ: এক্ষণি উড়িয়া যাইতাম তোমারে পানে, তোমার দ্বারে পড়িয়া থাকিতাম সদা; পাইতাম যদি সবল পুচ্ছ পাখা- অনুবাদক) খাকসার -সৈয়্যদ নাসের শাহ্ ওভারশিয়ার, মোকাম বারমুলা, কাশ্মীর, ১৫ই আগষ্ট, ১৯০৬)

প্রকৃতপক্ষে এই নিষ্ঠাবান যুবক উচ্চ পর্যায়ের আন্তরিকতা রাখে এবং সে ভালবাসার আবেগে প্রায় দুই হাজার টাকা বা ইহার চাইতেও বেশি টাকা দিয়াছে। এই চিঠির সঙ্গেই টাকা পৌঁছিয়াছে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৩৮-২৪০)

রিপোর্টের শেষাংশ.....

মিসেস ক্যাস্টেলা নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আপনাদের খলীফার ব্যক্তিত্বে মানবতার প্রতি সহানুভুতি ও ভালবাসা দেখে আমি অনুভব করেছি যে, এন ব্যক্তিই নিজের বার্তা প্রভাবশালী ভঙ্গিতে পেশ করতে পারেন। তাঁর বক্তব্যে ভালবাসার প্রভাব ছিল। তাঁর কথোপকথনের মাধ্যমে আমি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি আর সেটি হল এই যে, ইসলাম, কুরআন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, বরং সামঞ্জস্য রাখে এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য বা বিগ ব্যাং থিয়োরী সম্পর্কে কুরআন আলোচনা করেছে।

ভেটার হেলমাট শাট বলেন: বর্তমান যুগে আপনাদের জামাত অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং সুব্যবস্থিত জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমি এমন সুব্যবস্থার জন্য আপনাদের প্রশংসা করছি। মহাসম্মান্নিত জামাতের ইমাম এমন এক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রেখেছেন যা গতানুগতিক বক্তব্য থেকে ভিন্ন হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হচ্ছিল। তাঁর বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতাবর্গের চিন্তাধারাকেই ব্যক্ত করছিল। আমি তাঁর একথার উপর সম্পূর্ণভাবে ঐক্যমত পোষণ করি যে, পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্য এই বিষয়ের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ যে, ধর্মীয় মনীষীদের এবং অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং এরই মাধ্যমে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূরীভুত হবে।

গ্যযন শহরের ডাইরেক্ট অফ স্কুলস বলেন: অনুষ্ঠানের পূর্বেআমি একথাই চিন্তা করছিলাম ইউরোপে বিগত তিন শতাব্দীতে আধ্যাত্মিকতার পতন ঘটেছে। ইমাম জামাতের কথপোকথনের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ ঐক্যমত। তাঁর বিশ্লেষণকে আমার হৃদয় সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এক নব দম্পতি মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা বলেন: খলীফা মহানবী (সা.) খৃষ্টানদের সঙ্গে আচরণ প্রসঙ্গে যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক ছিল। অনুরূপভাবে শহরের মেয়রের সঙ্গে একত্রে খলীফা চারাগাছকে পানি সিঞ্চন করা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সমাজিক সমন্বয় সম্পর্কে খলীফা যা কিছু বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। পুরুষ এবং মহিলাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকটি কাজ একত্রে করতে হয় না। তাদের শৌচালয় পৃথক হয়ে থাকে। খলীফার কারণেই জামাতের সদস্যরা পরস্পরের খুবই নিকটে।

******

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir